



# দ্বৈরগিকা

কালের আবর্তনে  
বাংলাদেশের  
টেলিযোগাযোগ সেবা



বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৭ই পৌষ, ১৪২৮ বা.  
১লা জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি.

## বাণী

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬-দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচন-সহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন; কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি!

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বঙ্গকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাজিকৃত স্বাধীনতা। এরপর দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, সকলস্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষিবিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণ-সহ দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

কিন্তু স্বাধীনতারবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে সরকার 'ভিশন ২০২১', 'ভিশন ২০৪১' এবং শতবর্ষমেয়াদি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০', গ্রহণ করেছে। বিশ্বায়নের এ যুগে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত 'রূপকল্প ২০২১', ইতোমধ্যে অনেকেংশেই বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকার তথ্যপ্রযুক্তি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে টেলিযোগাযোগ খাতে ফাইভজি প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন থাকবেন – এ প্রত্যাশা করি।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক; গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব – এ প্রত্যাশা করি।

জয়বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ



বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বঙ্গকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক।





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪ঠা পৌষ, ১৪২৮ বা.

১৯শে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি.

## বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) একটি ‘স্মরণিকা’ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ১৯৭৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর সদস্যপদ লাভ করে। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ-ভূকেন্দ্র উদ্বোধন করেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়-’৭৫ এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। ১৯৯১-৯৫ বিএনপি-র আমলে বাংলাদেশকে বিনামূল্যে সাবমেরিন কেবল লাইন-সাউথ ইস্ট এশিয়া-মিডল ইস্ট-ওয়েস্টার্ন ইউরোপে (SEA-ME-WE) সংযোগ দিতে চাইলে তারা প্রত্যাখ্যান করে। দেশ আন্তর্জাতিক তথ্য-প্রযুক্তির মহাসড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৯৯৬ সালে আমরা সরকারে এসে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমরা দেশের সকল এনালগ লাইনগুলো পরিবর্তন করে ডিজিটাল টেলিফোন সেবা চালু করি, যাতে মানুষ দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়। মোবাইল ফোন এবং ভি-স্যাট স্থাপনায় মনোপলি ভেঙে দিয়ে তথ্য-প্রযুক্তি খাত বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করি। মোবাইল ফোন জনগণের ক্রয় সক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসি।

আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ার প্রত্যয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা প্রদান করি। আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছি। আমরা সরকারে আসার আগে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম ছিল ৭৮ হাজার টাকা, যা বর্তমানে ৪শ’ টাকার নিচে নামিয়ে এনেছি। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৮ কোটি ১৩ লক্ষ মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। আমরা কল-সেন্টারভিত্তিক সেবা, যেমন- জরুরি সেবায় ৯৯৯, যে-কোনো তথ্যের জন্য ৩৩৩, কৃষকবন্ধু সেবায় ৩৩৩১ নম্বরগুলো-সহ অসংখ্য হটলাইন চালু করেছি, যার মাধ্যমে

দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হচ্ছে। ইতোমধ্যে, আমরা টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে ফাইভজি প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছি।

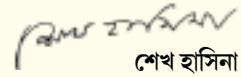
আমাদের দেশে ১৪টি প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেট তৈরি করছে যা মোট চাহিদার ৬৩ ভাগ এবং ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ ব্র্যান্ডের মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং ল্যাপটপ এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। আমাদের নিজস্ব ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের ফলে ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের মূল্য যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং সারাদেশের জন্য ব্রডব্যান্ড সেবায় “এক দেশ এক রেট” চালু করা হয়েছে। আমরা সাবমেরিন ক্যাবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন-সহ টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সেবা আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, এটিই বাস্তবতা।

আমাদের সরকারের গৃহীত নানা উদ্যোগের ফলে গত কয়েক বছরে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার-২০২১, আইটিইউ টেলিকম অ্যাওয়ার্ড-২০১৮, উইটসা এমিনেন্ট পার্সনস অ্যাওয়ার্ড-২০২১, অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১ সহ বেশ কয়েকটি সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছে। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষপূর্তির এই মাহেত্রক্ষণে আমি নির্দিধায় বলতে পারি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি গর্ব করার মতো।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুতবর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির একটি এবং জিডিপি-র আকার অনুযায়ী আমরা বিশ্বের ৪১তম দেশ। এ বছর আমরা ‘এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছি এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মাইলফলক অর্জন করেছি। আমি বিশ্বাস করি, ২০৪১ সালের মধ্যেই দেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ রূপান্তরিত করতে পারব।

আমি মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

  
শেখ হাসিনা

আমি বিশ্বাস করি, ২০৪১ সালের মধ্যেই  
দেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের  
ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার  
বাংলাদেশে’ রূপান্তরিত করতে পারব।





সজীব আহমেদ ওয়াজেদ  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ  
প্রযুক্তি-বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

## বাণী

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের সাফল্য, উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবটি হবে মূলত ডিজিটাল বিপ্লব। ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে কল-কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মানুষের জীবনচরনে আসবে আমূল পরিবর্তন। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিতে চায় এবং সে অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে। এই শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিকস্, ক্লাউড কম্পিউটিং, বিগ ডেটা অ্যানালাইটিকস্, সাইবার সিকিউরিটি, সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ।

বাস্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার, বিদ্যুতের ব্যবহার এবং ট্রানজিস্টর উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্যাপক শিল্পায়ন সৃষ্টি মানব সভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছিল বলে ওই তিন ঘটনাকে তিনটি শিল্পবিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে, ডিজিটাল প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের পথ ধরে আসছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, যেখানে বহু প্রযুক্তির এক ফিউশনে ভৌতজগৎ, ডিজিটালজগৎ আর জীবজগত পরস্পরের মধ্যে একীভূত হয়ে যাচ্ছে।

পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো নির্মাণে জোর দিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধা নিয়ে দেশে ৩৯টি হাইটেক পার্কের কাজ চলমান রয়েছে। এসব পার্কে বিনিয়োগের জন্য কর অব্যাহতি, বিদেশিদের জন্য শতভাগ মালিকানার সুযোগ, আয়কর অব্যাহতি-সহ নানা সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। যারা তথ্য প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ করতে অবকাঠামো সুবিধা নিতে চান, তারা অনায়াসে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন। বর্তমানে স্যামসাং-সহ নামিদামি বেশকিছু কোম্পানি বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠান দেশে মোবাইল হ্যাণ্ডসেট উৎপাদন করছে যা ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ ব্রান্ড হিসেবে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। আইটি পণ্য রপ্তানি ভবিষ্যতে পোশাক খাতকে ছাড়িয়ে যাবে।



ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন, সুলভে ইন্টারনেট সংযোগ, ই-গভর্ন্যান্স এবং তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পখাত গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার, যার সুফল পাওয়া গেছে করোনা মহামারির প্রাক্কালে। বাংলাদেশে বর্তমানে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫.২ কোটি এবং সর্বোচ্চ ফেসবুক ব্যবহারকারীর দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমভিত্তিক ব্যবসা ছাড়াও দেশে বিশ্বমানের আইটি শিল্প গড়ে তুলতে আমরা কাজ করছি, যেখানে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলারের আইটি পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করার লক্ষ্যে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ভরযোগ্য, সহজলভ্য ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বিটিআরসি প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকার অধিক রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। দেশে মোবাইল প্রযুক্তিকে আরও সুরক্ষিত করতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে (আঙুলের ছাপ) সিম নিবন্ধনের পাশাপাশি মোবাইল হ্যান্ডসেটের আইএমইআই ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের জন্য ‘এক দেশ এক রোট’ সেবা চালু করা হয়েছে। ন্যাশনাল ইকুপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) এর মাধ্যমে সিম ও মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধন পূর্ণাঙ্গভাবে ডিজিটলাইজড করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সাইবার অপরাধপ্রবণতা কমানোর পাশাপাশি অবৈধ হ্যান্ডসেট বন্ধের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পথ তৈরি হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তথা তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তির মধ্যে অব্যাহত সংযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি আগামীদিনের প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে আরও কর্মক্ষম, অধিক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ। করোনা মহামারির সময়ে দেশে প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটেছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও টেলিমেডিসিন সেবা, অনলাইন প্রশিক্ষণ, বাণিজ্যিক সভা-সম্মেলন প্রভৃতি খাতে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও বিগডাটার প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে মুজিব বর্ষ-২০২০, ডিজিটাল বাংলাদেশ বর্ষ-২০২১, এসডিজি বর্ষ-২০৩০ ও উন্নত বাংলাদেশ বর্ষ-২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়ন করা। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বর্তমানে যে বিপ্লব চলছে, তা ক্রমে যুগোপযোগী করে অগ্রসর করার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠবে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ।

আমি বিটিআরসির স্মরণিকা প্রকাশের যুগান্তকারী প্রয়াসের সর্বস্বীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বর্তমানে যে বিপ্লব চলছে, তা ক্রমে যুগোপযোগী করে অগ্রসর করার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠবে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ।







মোস্তাফা জব্বার

মন্ত্রী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

‘মুজিববর্ষ’ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন আমাদের জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হাত ধরেই এদেশে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর বীজ রোপিত হয়েছিল। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিটিআরসি স্মরণিকা প্রকাশ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। স্মরণিকা প্রকাশের এ প্রয়াস বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে - দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবে - উৎসাহ জোগাবে। বিটিআরসি-র এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু রোপণ করে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে তা আজ বিরাট এক মহিরুহে রূপান্তর লাভ করেছে। বর্তমানে শতভাগ মানুষের হাতের নাগালে মোবাইল ফোন এবং শতভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়। মোবাইল গ্রাহকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ২ লাখে এবং ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা ১২ কোটি ৮৭ লাখ। স্মার্টফোন ব্যবহার করছে প্রায় ৫.৯২ কোটি গ্রাহক। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে হাজার হাজার তরুণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও রপ্তানি শুরু হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, হাওড়, বিল, চর, পাহাড়, উপকূলীয় ও দ্বীপ এলাকায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে চালু হয়েছে সারাদেশের জন্য একই মূল্যে ব্রডব্যান্ড সেবা ‘এক দেশ এক রেট’। ২০২১ সালের ১২ই ডিসেম্বর পঞ্চম প্রজন্মের টেলিযোগাযোগ সেবা ফাইভজি যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় বৈশ্বিক মহামারির কারণে রূপান্তরিত এই ডিজিটাল-বিশ্বে দেশে প্রযুক্তির উৎকর্ষে গতি আসবে। জীবনধারায় দেখা দেবে আমূল পরিবর্তন। প্রয়োজনীয় যে-কোনো চাহিদার বিপরীতে কাজ করবে প্রযুক্তি। সব মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের মহাসড়ক হবে এই ফাইভজি নেটওয়ার্ক। বাস্তবতা বিবেচনায় বাংলাদেশে ফোরজি প্রযুক্তির


সর্বোত্তম ব্যবহার এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে দেশকে চালিত করার উপযোগী করে ফাইভজি চালুর বিষয়টি সামনে রেখেই এ সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে।

আমি আশা করছি, ফাইভজি প্রযুক্তির পর আগামীতে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ এবং তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ চালু হওয়ার ফলে আধুনিক ও উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা সুলভে ও সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা সক্ষম হব। এই বছরই ফাইভজি নেটওয়ার্কের ব্যাপক প্রচলন বাংলাদেশকে এক নতুন সস্তাবনার দ্বারে উপনীত করবে। প্রযুক্তির বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সফটওয়্যার ও ডিজিটাল ডিভাইস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও উদ্ভাবকদের ফাইভজি-র সাথে সম্পৃক্ত প্রযুক্তি এবং গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সহযোগিতা করে আসছেন তার জন্য তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আসুন মহান স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশকে একটি প্রযুক্তিভিত্তিক, উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে আহ্বানিয়োগ করি - জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার চলমান সংগ্রাম সফল করি। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ব - এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

‘মুজিববর্ষ’ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশনা সফল হোক -সার্থক হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

  
(মোস্তাফা জব্বার)

আসুন মহান স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশকে একটি প্রযুক্তিভিত্তিক, উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে আহ্বানিয়োগ করি।





এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ এমপি

সম্মানিত সভাপতি

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

## বাণী

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি বাঙালি জাতির বধুনা ও নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনের সুদীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু এমন এক কিংবদন্তীর নাম, যিনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। এদেশের স্বাধীনতার প্রাণ-পুরুষের জন্মশতবার্ষিকীতে বিটিআরসি-র গুরুত্বপূর্ণ স্মরণিকাটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। স্বাধীনতার ৫০তম বছরে এসে ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রায় অর্জিত সাফল্য দেশকে নিয়ে গেছে সত্যিকার সোনার বাংলার দ্বারপ্রান্তে। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং টিএন্ডটি বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ বপন করে গিয়েছেন।

জাতির পিতার রোপিত বীজ থেকে জন্ম নেওয়া চারাগাছটির বিকাশ দেখি ১৯৯৬ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন। আর এ বিকাশের ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন তাঁর পুত্র এবং সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ। বস্তুত ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল এবং ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল অবধি দেশটির ডিজিটাল রূপান্তরের স্থপতি হিসেবে সজীব ওয়াজেদ জয় অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন।

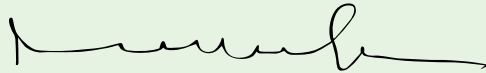
সারা বিশ্ব এখন ডিজিটাল সভ্যতার কথা বলছে, যাকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বাংলাদেশকে এই শিল্পবিপ্লবের অংশীদার করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাত ধরে আমরা ১৯৯৭ সালে জিএসএম গ্রহণ করি। এরপর সেই সময়ের মাঝে আমরা মোবাইলের ১জি, ২জি যুগ, ৩জি ও ৪জির



যুগে এসে পড়ি। বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চীনা কোম্পানি হুয়াওয়ে এবং মোবাইল কোম্পানি রবির সহায়তায়, মোবাইল প্রতিষ্ঠান টেলিটকের অংশগ্রহণে ৫জি প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক কর্মসূচি ইতোমধ্যে দেখেছে দেশবাসী। বাংলাদেশের জন্য ৫জি-র পরীক্ষা করার বিষয়টি ছিল এক অসাধারণ ঘটনা। ঐতিহাসিকভাবে পেছনে পড়ে থাকা দেশ হিসেবে বরাবর অন্যরা প্রযুক্তি গ্রহণ করার অনেক পরে আমরা সেইসব প্রযুক্তির ধারে কাছে যাই। প্রকৃতপক্ষে মোবাইলের বিপ্লব ঘটা শুরু করে ১৯৯৭ সালে জিএসএম ফোন চালু হবার পর। এরপর ২০১৩ সালে আমরা থ্রিজি ও ২০১৮ সালে ফোরজি-র যুগে প্রবেশ করি। বিজয়ের মাস চলতি ডিসেম্বরেই আমরা দেশে পঞ্চম প্রজন্মের টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ফাইভজি (৫জি) চালু করতে যাচ্ছি। এই প্রযুক্তিটিকে আমার কাছে দুনিয়া বদলানোর প্রযুক্তি বলে মনে হয়েছে।

বর্তমান সরকারে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে দেশের প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠী এবং ভৌগোলিক এলাকা মোবাইল ফোনের কভারেজের মধ্যে এসেছে। মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১৮ কোটি ০২ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৮৭ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী গ্রাম ও শহরের বৈষম্য কমাতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবায় ইতোমধ্যে সারাদেশে চালু হয়েছে 'এক দেশ এক রোট'। আমাদের ছেলে-মেয়েরা আজ এখানেই রোবট বানাচ্ছে, আইওটি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ব্লকচেইনের মতো প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দেশের জন্য পুরস্কার ও সম্মান বয়ে আনছে। দেশের অনেক মেধাবী তরুণের গড়ে তোলা স্টার্টআপ বিশ্বের নামি দামি প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ আনছে। স্বাধীনতার ৫০তম বছরে এসে দেশ ও দেশের মানুষজন সত্যিকার অর্থেই ডিজিটাল হয়েছে। পরিশেষে আমি আশা করছি যে, বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে খুব শীঘ্রই দেশ একটি ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে। আমি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিতব্য এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ এমপি

মাননীয় সংসদ সদস্য (ঢাকা-১১)

সভাপতি

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।



সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী  
গ্রাম ও শহরের বৈষম্য কমাতে ব্রডব্যান্ড  
ইন্টারনেট সেবায় ইতোমধ্যে সারাদেশে  
চালু হয়েছে 'এক দেশ এক রোট'।





মো: খলিলুর রহমান

সচিব  
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২২শে পৌষ, ১৪২৮ বা.  
৬ই ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি.

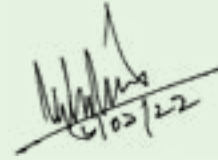
## বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিপ্লবে शामिल হওয়ার দূরদর্শী চিন্তা থেকে সদ্য-স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভের প্রচেষ্টা চালান। বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আইটিইউ-র সদস্যপদ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় তিনি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ডিজিটাল বিপ্লবে शामिल হওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত ও বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রেরণা। জাতির পিতার অসমাপ্ত কর্ম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে টেলিযোগাযোগ খাত এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১৮ কোটি ০২ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৮৭ লক্ষ উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালের ১২ই মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ৫৭তম স্যাটেলাইট এলিট ক্লাবের সদস্য হয়। বর্তমানে দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একইসাথে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের কাজ এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে টেলিযোগাযোগ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট-সহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও সেবা দেশের আপামর জনগণের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। উন্নত করেছে জীবনমান, জিডিপি ও কর্মসংস্থান; হাস করেছে গ্রাম-নগর, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিবের বিভেদ। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা আমাদের ব্যক্তি, সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। বিশ্বের অগ্রসর ও দ্রুত অগ্রসরমান দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে আমাদেরকেও প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত হতে হবে। সরকারের

নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনায় “২০২১-২৩ সালের মধ্যে ফাইভজি চালু করা হবে” মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছিল। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর দেশে ফাইভজি সেবা পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিশ্বে প্রথম ৫জি নেটওয়ার্ক চালুর মাত্র ০২ (দুই) বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ৫জি প্রযুক্তি নিয়ে আসা হয়েছে, আর এটি শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেশপ্রেম, বলিষ্ঠতা ও দূরদৃষ্টির জন্য। এই ফাইভজি-র প্রযুক্তি ব্যবহার করেই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব গড়ে উঠবে ইন্টারনেট অব থিংস, বিগ ডাটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ভার্চুয়াল ও অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ক্লাউড ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন ইত্যাদি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উদীয়মান প্রযুক্তির সাথে রয়েছে ৫জি প্রযুক্তির নিবিড় সংশ্লিষ্টতা। দেশের শতকরা ৬৫ ভাগ তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ-মানব সম্পদ হিসেবে তৈরি করে তাদেরকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের কর্ম, গুরুত্ব ও অবদান তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করতে মুজিববর্ষ উদযাপন করছে সরকার। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অকৃত্রিম অভিনন্দন এবং বিটিআরসি-র সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।



(মোঃ খালিলুর রহমান)  
সচিব



বিশ্বে প্রথম ৫জি নেটওয়ার্ক চালুর মাত্র  
০২ (দুই) বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ৫জি  
প্রযুক্তি নিয়ে আসা হয়েছে, আর এটি শুধুমাত্র  
সম্ভব হয়েছে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের  
দেশপ্রেম, বলিষ্ঠতা ও দূরদৃষ্টির জন্য।





শ্যাম সুন্দর সিকদার

চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

## বাণী

বাঙালি জাতি তাঁর স্বাধীন অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনে যার কাছে কৃতজ্ঞ, তিনি বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। বিটিআরসির উদ্যোগে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং দেশিয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ খাতের যে অবদান, তার সন্নিবেশনে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও আমাদের অর্জন সংক্রান্ত একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি এ বিশেষ সময়ে স্মরণিকাটি প্রকাশের অংশ হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর সদ্য-স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ আইটিইউ-র সদস্যপদ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় তিনি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে মোবাইল টেলিফোনের বিকাশে অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার কারণে মোবাইলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের স্বাধীনতা পায়। নতুন করে লাইসেন্স দেওয়া হয় আরও দুটি আন্তর্জাতিক মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্ক কোম্পানিকে, ক্ষেত্র প্রসারিত হয় দেশের টেলিযোগাযোগের। সরকারের আইসিটি ভাবনায়ও সাধিত হয় পরিবর্তন, যার ফলস্বরূপ ১৯৯৮ সালের টেলিকম পলিসি প্রণীত হয়। ২০০১ সালের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে পথচলা শুরু টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির। যেখান থেকে অদ্যাবধি একে একে দেশের টেলিযোগাযোগের ডানায় সফলতার নব নব পালক যুক্ত হয়ে আসছে। ২০১৩ সালে ওজি, ২০১৮ সালে ৪জি প্রযুক্তি এবং একই বছর দেশের প্রথম স্যাটেলাইট হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ক্রমান্বয়ে এ খাতকে সমৃদ্ধ করেছে। ইন্টারনেট যেন মানুষের নাগালে চলে আসে। তাই দেশের প্রত্যন্ত ইউনিয়ন পর্যায়েও অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। হাওড় ও দ্বীপাঞ্চল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে। ইন্টারনেটের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে “এক দেশ এক রেট” চালু করা হয়েছে। সরকার প্রণীত সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালার আলোকে বিটিআরসি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বস্তুতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ এই ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল রূপান্তরের ছোঁয়ায় বিগত এক দশকে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ব্যাপকতা বৃদ্ধি এবং কৃষি, চিকিৎসা ও শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষ ঘরে বসেই তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ সম্পন্ন করতে পারছে, ব্যাংক এখন নিজগৃহে। সরকারের ব্যবসা-বান্ধব পলিসির কারণে বহুজাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছে। বিটিআরসির সার্বক্ষণিক তৎপরতায় করোনা মহামারির সময় বাংলাদেশ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় প্রযুক্তিগতভাবে আমরা কতটা সক্ষম। আর এই সক্ষমতাই বাংলাদেশকে করোনা মহামারি মোকাবিলা-সহ অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশ সবসময় আগামীর প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন জানাতে উন্মুখ। দেশে আমরা খুব শীঘ্রই বৈশ্বিক প্রযুক্তি জেজি চালু করতে যাচ্ছি এবং জেজি-র সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রযুক্তি যেমন ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন, মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা ইমপ্যাক্ট, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা-সহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রযুক্তির পলিসি নিয়ে আমরা কাজ করতে আগ্রহী। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই সময়ে টেলিযোগাযোগ সেবা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। এই বিপ্লবের সুফল দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে সুলভে ও সহজে পৌঁছে দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।

বিগত দুই দশকের পথচলায় টেলিযোগাযোগ খাতের অবিরাম উন্নয়নের ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সুফল পেয়েছে। ২০০২ সালে এ খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আহরণ হয়েছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা। সুশৃঙ্খল পলিসি ও রেগুলেশনের কারণে যা অদ্যাবধি ৬৫ হাজার কোটির অধিক টাকায় দাঁড়িয়েছে। দেশের জিডিপিতে এ অর্থের অবদান অনস্বীকার্য। দেশে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে কার্যরত বহুজাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারকে প্রতিনিয়ত মূল্য সংযোজন কর প্রদান করছে। সারা দেশে উচ্চ গতির ইন্টারনেট চালুর ফলে তরুণ প্রজন্ম ফ্রিল্যান্সিং-সহ অন্যান্য অনলাইনভিত্তিক কাজ ও ব্যবসায় আগ্রহী হচ্ছে।

সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগের ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে তথ্যপ্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ও স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আইসিটি ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৫, ডব্লিউএসআইএস অ্যাওয়ার্ড-২০২১, উইটসা এমিনেন্ট পার্সন অ্যাওয়ার্ড ২০২১, মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা কর্তৃক এসোসিও লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১'সহ বেশ কিছু সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন ও স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা প্রকাশকালে টেলিযোগাযোগ খাতকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজিব আহমেদ ওয়াজেদ ও ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ছাড়া আমি ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অধীনস্থ সংস্থা ও বিটিআরসির সাবেক ও বর্তমান সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিটিআরসি-র সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের অগণিত সম্মানিত গ্রাহক, অংশীজন, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বিভাগ, বিভিন্ন অপারেটর ও লাইসেন্সধারী-সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত অংশীজনদের অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাই এবং এ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।



শ্যাম সুন্দর সিকদার







**Mr. Houlin Zhao**  
Secretary-General, ITU

## Message

Dear Mr Chairman:

On behalf of the International Telecommunication Union (ITU), please accept my congratulations to the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) and the people of Bangladesh on the golden jubilee of Bangladesh's independence and the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Fifty years after its independence, Bangladesh has much to celebrate. Digital Bangladesh - Vision 2021 has transformed the country and propelled it into the digital economy. I commend Bangladesh for projecting this vision into the future with the adoption of its 2041 Perspective Plan.

Bangladesh is a valued and long-standing partner of ITU on key issues such as capacity building and cyber security, both areas where ITU and BTRC have had close cooperation. As we look to the future, ITU will continue to work with BTRC and others to further progress on digital inclusion, digital services, school connectivity, and policy and regulatory assistance, to name a few.

The latest ITU data show that the uptake of the Internet has accelerated during the COVID-19 pandemic. Information and communication technologies (ICTS) have emerged as a force for good during these challenging times. However, almost 3 billion people are still offline and the ability to connect remains profoundly unequal around the world.

As the United Nations specialized agency for ICTS, ITU is committed to connecting all the world's people and harnessing digital technologies, including emerging technologies ranging from AI to 5G,



for accelerating progress towards the UN Sustainable Development Goals. We look forward to strengthening our relationship with Bangladesh and BTRC to address the country's and region's most pressing opportunities and challenges, so that these technologies benefit everyone in Bangladesh and beyond.

From setting out its rich history and achievements, to highlighting the contribution of Bangladesh's telecom sector, this Golden Jubilee "Special Memoirs" publication provides a unique roadmap of Bangladesh's ICT industry to date and signpost for its future. I am confident that it will provide a comprehensive reference tool with timely data, information and insight on the country's dynamic telecoms sector and its role in driving global digital transformation for all.

Sincerely,

**Houlin Zhao**

Secretary-General, ITU



From setting out its rich history and achievements, to highlighting the contribution of Bangladesh's telecom sector, this Golden Jubilee "Special Memoirs" publication provides a unique roadmap of Bangladesh's ICT industry to date and signpost for its future.





**Mr. Masanori Kondo**  
Secretary General  
Asia-Pacific Telecommunity (APT)

## Message

It gives me immense pleasure to convey my warm congratulations and best wishes on the occasion of the Golden Jubilee of the People's Republic of Bangladesh Independence and the centenary celebration of the birth of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Bangladesh and APT have had long-standing excellent relations since the inception of APT in 1979. I am also proud to inform you that Bangladesh is one of the founding members of APT, and the first Executive Director (former title of Secretary General) of APT was from Bangladesh.

For over four decades, Bangladesh, through Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC), has provided unwavering support and valuable contribution to APT activities to promote development and innovation of telecommunications and ICT in the Asia- Pacific region and maximize the benefits of ICT for the people, especially in less developed countries.

The commitment of Bangladesh to contribute to the ICT development is evidenced by its active participation and engagement in the Work Programmes of APT covering various areas, i.e., policy and regulation, radiocommunications, capacity building, and preparatory activities about ITU conferences. Bangladesh has also been making significant contributions in establishing the South Asian Telecommunication Regulators' Council (SATRC) and its continuation as a high-level platform for discussion, coordination, and information sharing among the nine SATRC countries. I would like to take this opportunity to extend my grateful thanks and appreciation to Bangladesh for such consistent cooperation and kind support toward the activities of APT.



In the rapidly changing world, integrated and seamless connectivity is the way towards inclusive ICT development that benefits all in society. APT is determined to continue its pivotal role as a regional center for cooperation and partnership on telecommunication and ICT and development to accelerate the digital transformation and support the members in achieving their development goals. This could not have been possible without the kind support, cooperation, and dedication of our members, including Bangladesh, to achieve the quality of ICT for sustainable development.

Once again, I would like to congratulate Bangladesh on this historical celebration and extend my best wishes for further success and prosperity in the next century. I sincerely hope that this very fruitful cooperation between Bangladesh and APT will continue for many years to come.

Sincerely,

**Masanori Kondo**

Secretary General

Asia-Pacific Telecommunity (APT)



It gives me immense pleasure to convey my warm congratulations and best wishes on the occasion of the Golden Jubilee of the People's Republic of Bangladesh Independence and the centenary celebration of the birth of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.



# মুখবন্ধ

আধুনিক বিশ্ব আজ সকলের হাতের মুঠোয় পৌঁছিয়ে দেওয়ার পেছনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি। সেই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটিআরসি দুই দশক সময়কাল অতিক্রান্ত করেছে। আজ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ খাতে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সাথে তাল মিলিয়ে সাফল্যের সাথে অগ্রসর হচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার এই সাফল্যমণ্ডিত পথের বিভিন্ন মাইলফলকের সাক্ষী বিটিআরসি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন ও স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিটিআরসি হতে এই স্মরণিকা প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির এই মাহেত্রক্ষণে এদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের আদ্যোপান্ত একটি তথ্যবহুল স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া বিটিআরসি-র পক্ষ থেকে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। এই তথ্যবহুল স্মরণিকাতে টেলিকম শিল্পের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরুর ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উঠে এসেছে বাংলাদেশের টেলিকম খাতে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, প্রচেষ্টা এবং গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যে সূত্রপাত ঘটেছিল তা পূর্ণতা পায় জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায়। আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশকে বাস্তবে রূপদান ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে বেগবান করার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মহোদয়ের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতের উৎকর্ষতা সাধন অনস্বীকার্য।

বিটিআরসি তার দুই দশকের এই পথপরিক্রমায় অনেক ‘প্রথম’-এর সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’। বিটিআরসি পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ আজ বাস্তবতা যার সুফল দেশের আপামর জনসাধারণ ভোগ করছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সারা বিশ্বে সপ্তম দেশ হিসেবে প্রবেশ করেছে পঞ্চম



প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক তথা 5G সেবায়। 5G সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর পাশে জায়গা করে নিয়েছে যা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিটিআরসি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নীতিমালা, নির্দেশনা, গাইডলাইন, লাইসেন্স প্রভৃতি প্রণয়নের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এমনকি এই কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি পরিস্থিতিতে যখন জরুরি সেবা হিসেবে টেলিযোগাযোগ সেবা ঘোষিত হয়েছে তখন মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে টেলিযোগাযোগ খাতের অবদানের বিভিন্ন দিক সন্নিবেশিত হয়েছে এই রচনায়। বিটিআরসি-র উদ্যোগে এই স্মরণিকা প্রকাশের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ এবং সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা শীর্ষক দুটি কমিটি গঠন করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদের সার্বিক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক অন্যান্য কমিটিসমূহ সকল তথ্যাদি সংগ্রহ ও রচনা সংকলন এবং সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সভার আয়োজন করা হয়। সভাসমূহের গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সংকলিত স্মরণিকার আরও উৎকর্ষতা সাধনের জন্য বিভিন্ন বিষয় সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিটিআরসি-র অনেক প্রবীণ ও সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট স্মরণিকার কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ শরণাপন্ন হলে তাঁরা খুব গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে তাঁদের নিকট চাওয়া তথ্যগুলো তাঁদের উত্তরসূরিদের প্রদান করেন। যেসকল সম্মানিত লেখক ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মূল্যবান লেখা, তথ্য উপাত্ত, মতামত ও পরামর্শ দিয়ে এই স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সহযোগিতা করেছে তাঁদের নিকট বিটিআরসি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

বিটিআরসি-র দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে অর্জিত সাফল্য আগামীর পথের পাথেয় হিসেবে অনুপ্রেরণার একটি লিপিবদ্ধ সারাংশ হলো এই স্মরণিকা। তথ্যবহুল এই স্মরণিকা বিটিআরসি-র বিভিন্ন অংশীজনের পাশাপাশি আপামর জনসাধারণের বিটিআরসি-র প্রতি তাঁদের ধারণা সুসংগঠিত হবে এটাই কাম্য। যথেষ্ট সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকার পরও এই প্রকাশনায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে সম্মানিত পাঠকগণকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো।



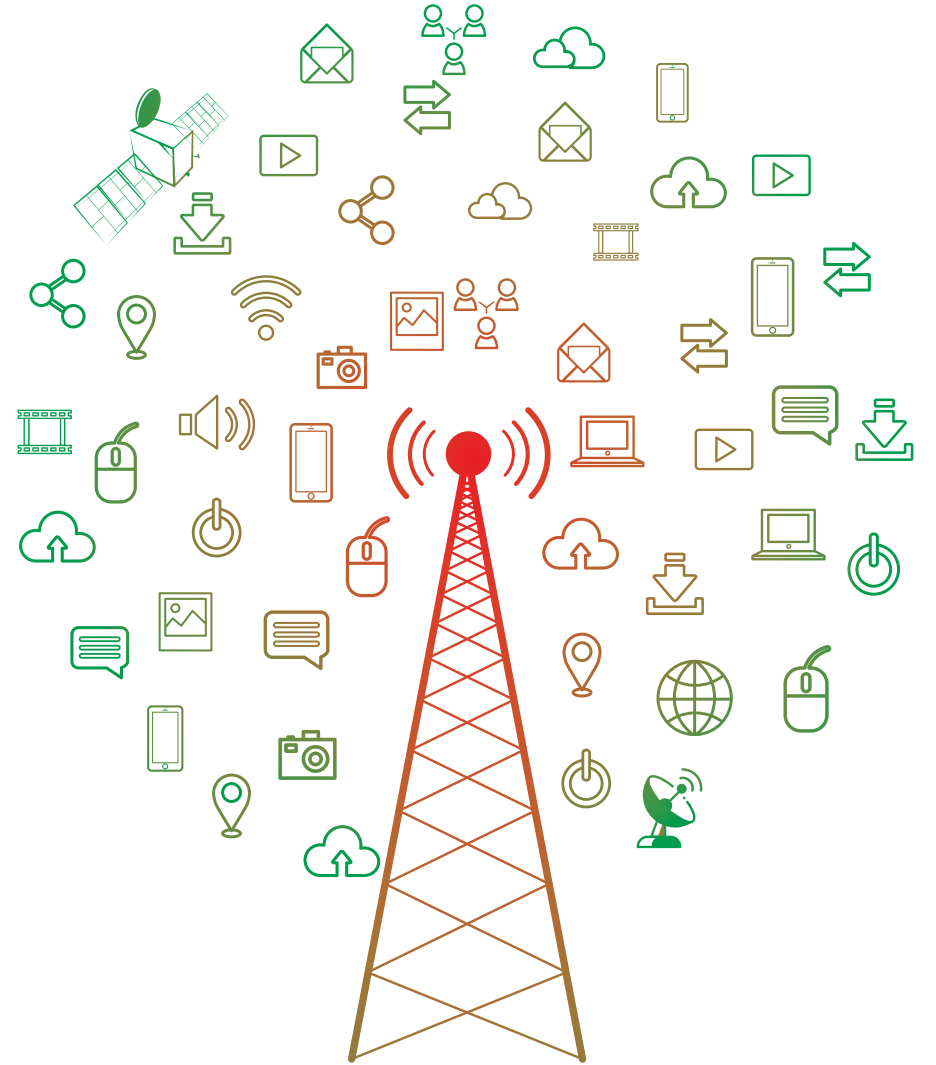
জনাব সুরত রায় মৈত্র

ভাইস-চেয়ারম্যান, বিটিআরসি  
ও  
প্রধান সম্পাদক



# সূচিপত্র

০১	টেলিকম শিল্পের ইতিহাস	২৪
০২	বঙ্গবন্ধু ও টেলিকম সেক্টর	৩৭
০৩	শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও টেলিকম সেক্টর	৪০
০৪	মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা ও টেলিকম সেক্টর	৫৪
০৫	বিটিআরসি-র ইতিহাস	৫৮
০৬	বিটিআরসি কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ	৯৩
০৭	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিটিআরসি-র ভূমিকা	১৩৫
০৮	টেলিকম লাইসেন্সি ও তাদের অ্যাসোসিয়েশন-এর অবদান	১৬৪
০৯	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিটিআরসি-র সফলতা ও ভূমিকা	১৯৪
১০	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিটিআরসি-র ভূমিকা	২০৩
১১	সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালনে বিটিআরসি-র অবদান	২১৫
১২	কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিটিআরসি-র ভূমিকা	২২৭
১৩	ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক নির্মাণে বিটিআরসি	২৩৪
১৪	বঙ্গবন্ধুর তথ্য প্রযুক্তি ভাবনা ও বাংলাদেশের স্যাটেলাইট	২৩৮





## টেলিকম শিল্পের ইতিহাস

অতীতে খবর আদান-প্রদানের পদ্ধতি হিসেবে টেলিগ্রাফের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে টেলিগ্রাফের ওপর ভিত্তি করে টেলিফোন আবিষ্কৃত হয়। সরকারি অফিস-আদালত, বড়ো বড়ো নগরী ও মাঝারি শহরগুলির ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং অল্পসংখ্যক বিত্তবান ও সুবিধাভোগী নাগরিকের মধ্যে বিশ শতকের সত্তর দশকের শেষার্ধ পর্যন্তও টেলিফোনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। আশির দশকে সেলুলার বা মোবাইল টেলিফোনের বিকাশের সূত্র ধরে বদলে যেতে শুরু করে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও। এখন বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সুবিধা ব্যবহার করছেন প্রায় সর্বস্তরের মানুষ। একইসাথে বহির্বিদেশের সাথে যোগাযোগ হয়েছে সহজলভ্য। টেলিযোগাযোগ সুবিধা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-সহ সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।





## প্রাক ইতিহাস

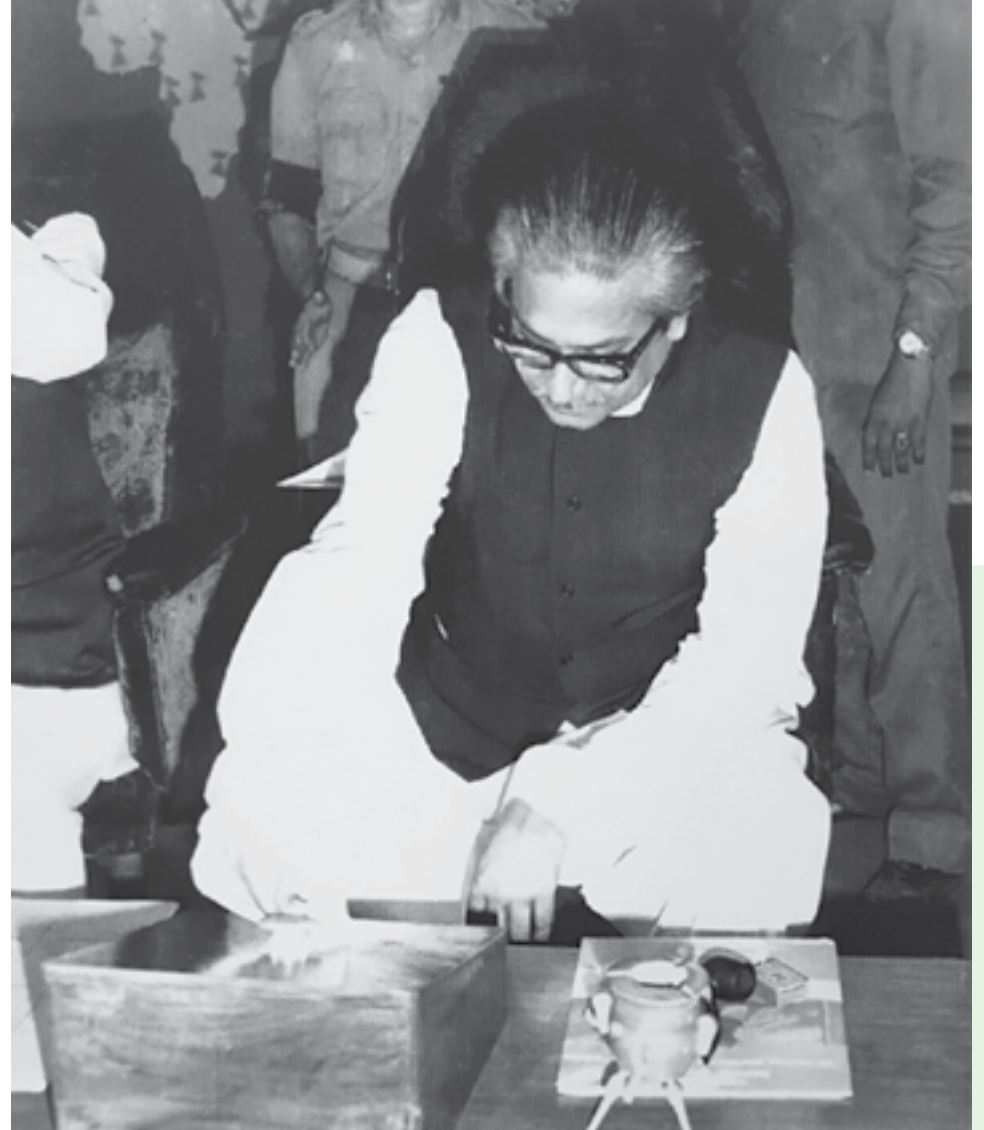
এই উপমহাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের অধীনে টেলিগ্রাফ শাখাটি সৃষ্টির মাধ্যমে পরবর্তীকালে যা “টেলিগ্রাফ আইন -১৮৮৫” এর অধীনে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৯৬২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে টেলিগ্রাফ শাখাটি পাকিস্তান টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগ হিসাবে পুনর্গঠন করা হয়।

## স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭১ সালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগ স্থাপন করা হয়। এটি টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ এর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ‘টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড’ নামে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৭৯ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ডকে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) নামে একটি সরকারি বোর্ডে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে, ২০০৮ সালের ১লা জুলাই বিবিটিটিবি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) নামে সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রযুক্তির উৎকর্ষে শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে প্রত্যয়ী ছিলেন। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের কাজ শুরু করেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে এই সংস্থার হাত ধরেই ১৯৭২ সালে দেশব্যাপী সরাসরি ট্র্যাংক ডায়ালিং সেবা চালুর কার্যক্রম শুরু হয়। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় যা নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগের ইতিহাসে আরও একটি মাইলফলক যোগ হয়, বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক তৎপরতায় বাংলাদেশ ITU এর সদস্যপদ লাভ করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বোধন করেন বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। এর ফলে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযুক্ত হয়।

সাধারণ মানুষের কাছে টেলিফোন সুবিধা পৌঁছে দিতে ১৯৮৫ সালে নগর এলাকায় কয়েন বক্স টেলিফোন বুথ চালু করা হয়। একই সময়ে পল্লী অঞ্চলে



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বেতবুনিয়া স্যাটেলাইট স্টেশন শুভ উদ্বোধন করছেন।





আন্তর্জাতিক কল করার সুবিধা থাকায় কার্ডফোন ব্যবস্থা বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

কালের পরিক্রমায় বিটিটিবি ডিজিটাল প্রযুক্তির টেলিযোগাযোগ সেবা চালু করে; ১৯৮১ সালে ডিজিটাল টেলেক্স এক্সচেঞ্জ এবং ১৯৮৩ সালে ডিজিটাল আন্তর্জাতিক ট্রাংক এক্সচেঞ্জ (আইটিএক্স) স্থাপিত হয়। একই সাথে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ সংযুক্ত হয় অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে। সেসময় বিটিটিবি ছিল দেশের টেলিযোগাযোগ ও বেতার সার্ভিসের লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সম্পূর্ণ ডিজিটাল স্টোরেরজ প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত মাত্র তিনটি টেলেক্স এক্সচেঞ্জ চালু ছিল। নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, যশোর ও বগুড়ায় টেলিপ্রিন্টার এক্সচেঞ্জ স্থাপন করার মাধ্যমে গেটওয়ে এক্সচেঞ্জের সুইচিং নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে বিটিটিবি ব্রিটিশ টেলিকমের সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশকে গ্লোবাল টেলিকম সার্ভিস-এর সঙ্গে

সংযুক্ত করে। এ ব্যবস্থায় টেলেক্স এক্সচেঞ্জটির অবস্থান ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে রেখে ঢাকায় ও অন্যান্য স্থানের সঙ্গে মালটিপ্লেক্স সংযোগ দেওয়া হয়। এর আগে ১৯৮৯ সালে এক ধরনের টেলিগ্রাফ সার্ভিস জেনটেকস চালু করা হয়। ২০০১ সালে সারাদেশে এ ধরনের টেলিগ্রাফ সার্ভিস সেন্টারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৫।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করলেও ডিজিটলাইজেশনের কাজ

টেলিকম সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ল্যান্ডলাইনে বেতারভিত্তিক পাবলিক কল অফিস স্থাপন করা হয়। কয়েন বক্স ও পাবলিক কল অফিসের সেবাকে আরও আধুনিকায়ন করতে ১৯৯৫ সালে চালু করা হয় কার্ডফোন ব্যবস্থা। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ২০০০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র দেশে ১ হাজার ৪টি কার্ডফোন বুথ স্থাপন করা হয়। সব কার্ডফোনে দেশব্যাপী সরাসরি ডায়ালিং সুবিধা এবং এগুলোর মধ্যে ৭৫০টিতে সরাসরি



তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৯৬ সালে প্রথমবার সরকার গঠনের পর। বিটিটিবি এর ২১৬ কেএল প্রকল্প দেশের টেলিযোগাযোগ সেবায় আরেকটি মাইলফলক। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ১৯৯৬ সালে এ প্রকল্পের মাধ্যমেই ঢাকা মহানগরীর বাইরে জেলাশহরগুলিতে প্রথম ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ডিজিটাল সেবা ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে পুরো দেশব্যাপী ইন্টারনেট ও ডাটা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করে তৎকালীন বিটিটিবি। যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের মধ্যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯৮ সালেই। শুধু তাই নয়, ইন্টারনেট এর একদম প্রাথমিক প্রযুক্তি হিসাবে বিটিটিবি চালু করে Dial up internet, যেখানে 64 kbps ব্যান্ডউইডথ পাওয়া যেত, তখনকার প্রেক্ষাপটে যা ছিল যুগোপযোগী। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে অবাধ তথ্য প্রবাহের ধারাকে সঠিক পথে ধরে রাখতে তথ্যের নিরাপত্তা নিয়েও ভাবতে হয়। প্রাইভেসিবিহীন তথ্য প্রবাহ হতে পারে ভয়ানক। তৎকালীন বিটিটিবি তাই নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করেছে বাংলাদেশে ইন্টারনেট বিপ্লবের শুরুর সময়েই। যার ফলশ্রুতিতে ২০০০ সালেই ভারুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তার চাদর তৈরি হয় পাবলিক নেটওয়ার্ক আর প্রাইভেট নেটওয়ার্কের মাঝে। ফলে ইন্টারনেট পৌঁছে যায় বিভিন্ন বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান আর স্কুল কলেজের মতো প্রাতিষ্ঠানিক আর প্রশাসনিক কাজে।

শিল্পবিপ্লবের পরে পৃথিবী তথ্য-বিপ্লবের মুখোমুখি। কেবলমাত্র বড়ো শহরগুলোতে ইন্টারনেট সুনিশ্চিত করেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়া সম্ভব নয়। ইন্টারনেট সহজলভ্য এবং সহজপ্রাপ্য করার নিমিত্তে তৎকালীন বিটিটিবি বর্তমানে বিটিসিএল এর কর্মতৎপরতায় ২০০২ সালেই ইন্টারনেট পৌঁছে যায় বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা শহরে। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায়

গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং পুরো পৃথিবীর যে অবাধ তথ্যপ্রবাহের ধারা প্রবাহমান তাতে বাংলাদেশ যাতে সাবলীলভাবে যুক্ত হতে পারে সেজন্য তৎকালীন বিটিটিবি সাবমেরিন কেবল-এর সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করে ২০০০ সালে, শেখ হাসিনা সরকারের সময়। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হয় SEA-ME-WE-4 এর মাধ্যমে।

১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দেশে বাণিজ্যিক টেলিফোন সেবা প্রদানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল তৎকালীন বিটিটিবির হাতে। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ রুরাল টেলিকম অথরিটি গঠন করে তাদেরকে দেশের ২০০টি উপজেলার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। ওই বছরই ১৯৯টি উপজেলায় এক্সচেঞ্জ পরিচালনার দায়িত্ব পায় বেসরকারি খাতের সেবা টেলিকম। এ ছাড়া ১৯৮৯ সালেই বাংলাদেশ টেলিকম নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে পেজিং, রেডিয়ো ট্রাংকিং এবং নৌপথে টেলিকম সার্ভিস পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়। ওই বছরেরই শেষ দিকে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিফোন লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে সেলুলার মোবাইল ফোন সেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়। ওই বছরই কোম্পানিটি সিটিসেল নামে মোবাইল টেলিফোন সেবা দিতে শুরু করে। শুরুতে মোবাইল টেলিফোন সেবাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। তবে ১৯৯৬ সালে গ্রামীণফোন এবং টেলিকম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (একটেল ব্র্যান্ড নামে) সেলুলার মোবাইল ফোন পরিচালনার অনুমতি পেলে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে শুরু করে এ খাত।

---

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে এই সংস্থার হাত ধরেই ১৯৭২ সালে দেশব্যাপী সরাসরি ট্র্যাংক ডায়ালিং সেবা চালুর কার্যক্রম শুরু হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় যা নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক।

---

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড ঢাকা এবং অন্য চারটি বড়ো শহরে (চট্টগ্রাম, বগুড়া, খুলনা ও সিলেট) ইন্টারনেট গ্রাহকদের লিজড লাইন ও ডায়াল আপ সুবিধা দেওয়া শুরু করে। মহাখালি ভূকেন্দ্রের মাধ্যমে কানাডার টেলিগ্লোবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ইন্টারনেটে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৬ সালে ভিস্যাটের মাধ্যমে এ সেবা প্রদানের অনুমতি পায় বিভিন্ন বেসরকারি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি (আইএসপি)।

১৯৭৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির যে অধ্যাদেশবলে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগকে পুনর্গঠন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) সেই একই অধ্যাদেশে দেশব্যাপী বাণিজ্যিকভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ সেবা

প্রদানের পাশাপাশি বিটিটিবিকে টেলিযোগাযোগ ও বেতার সার্ভিসের লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে সরকার ১৯৭৯ সালের অধ্যাদেশটি সংশোধন করে টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিটিটিবির পরিবর্তে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে দেয়। পরে ২০০১ সালে টেলিযোগাযোগ আইন-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন নামে আলাদা একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে টেলিযোগাযোগ খাতের নীতি নির্ধারণ ও তদারকির দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ২০০২ সালের ৩১শে জানুয়ারি হতে টেলিকম সেক্টরের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

নিম্নে টেলিকম শিল্পের বিকাশের কিছু মাইলফলক উল্লেখ করা হলো—

Year	Achieved Milestones and Important events
1837	Samuel Morse invented Telegraph
1850	Electric Telegraph Line between Calcutta and Diamond Harbor by East India Company
1853	Telegraph branch under Posts and Telegraph Department, British India
1855	Telegraph service opened to public in India
1885	Telegraph Act (British-India)
1902	Wireless Telegraphy started in India
1914	Postal and Telegraph departments merged in India
1933	Wireless Telegraphy Act
1962	Reconstructed as Pakistan Telegraph and Telephone Department





Year	Achieved Milestones and Important events
1971	Reconstructed as Bangladesh Telegraph and Telephone (BT&T) Department under Ministry of Posts and Telecommunications after the liberation war
1972	Direct trunk dialling service introduced
1973	ITU membership obtained
1975	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman inaugurated Betunia Satellite Station
1975	Bangladesh Telegraph and Telephone Board reconstructed
1979	Reconstructed as Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB) with right to issue license for telecom and wireless services.
1981	Digital Telex Exchange in Bangladesh
1983	Automatic Digital ITX started in Dhaka
1985	Coinbox Telephone introduced in Bangladesh by BTTB
1989	<ul style="list-style-type: none"><li>• GENTEX Telegraph messaging (pager) service introduced in Bangladesh</li><li>• Bangladesh Rural Telecom Authority got license to operate exchanges in 200 upzillas</li><li>• Sheba Telecom got license to operate exchange in 199 upzillas</li><li>• Cellular mobile phone company Pacific Bangladesh Telephone Limited and Bangladesh Telecom got license</li></ul>
1992	BTTB and Telephone Shilpa Sangstha launches magnetic cardphone service in the country (1400 units)
1995	<ul style="list-style-type: none"><li>• Card Telephone service introduced in Bangladesh by BTTB and TSS</li><li>• Regulatory power of BTTB transferred to Ministry (MoPT)</li></ul>



Year	Achieved Milestones and Important events
1996	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet connection introduced</li> <li>• Grameen Phone got cellular mobile Telephone license</li> </ul>
1998	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecom Malaysia International Bangladesh got cellular mobile license</li> <li>• Telecom Policy by Ministry of Post and Telecommunications for the first time</li> </ul>
2001	Telecommunication Act, to establish Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
2002	Regulatory activities started by BTRC
2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teletalk cellular mobile launched</li> <li>• PSTN license issued</li> </ul>
2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• National Frequency Allocation Plan (NFAP) introduced</li> <li>• National Numbering Plan introduced</li> </ul>
2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangladesh Telecommunication Act-2001 first Amendment</li> <li>• NGN (Next Generation Network) introduced in BTTB</li> <li>• Connected with SEA-ME-WE 4 submarine cable</li> </ul>
2007	International Long Distance Telecommunication Services (ILDTS) Policy by BTRC
2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangladesh Telegraph &amp; Telephone Board (BTTB) was converted into Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)</li> <li>• BWA license issued</li> <li>• Gateway license issued in private sector</li> </ul>
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetic Cardphone and Chiptype Cardphone service withdrawn</li> <li>• BTTB ordinance-1979 Amendment (BTCL Act)</li> <li>• National Broadband Policy by Ministry of Post and Telecommunications</li> <li>• Submarine Cable</li> <li>• NTTN license issued</li> </ul>



Year	Achieved Milestones and Important events
2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILDTS Policy 2010 issued</li> <li>• Bangladesh elected as Council Member of ITU</li> <li>• Bangladesh Telecommunication Act-2001 second Amendment</li> </ul>
2011	Telecom Infrastructure Sharing guideline by BTRC
2012	ITC license issued
2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3G service launched</li> <li>• Biometric registration started through CBVMP system</li> <li>• VSP license issued</li> </ul>
2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIX license issued</li> <li>• Approval of Social Obligation Fund (SOF) Guideline, 2014</li> </ul>
2016	Robi-Airtel Merged
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connected with SEA-ME-WE 6 submarine cable</li> <li>• BTRC's Directive for Local Manufacturing and Assemblies of Mobile Handset</li> <li>• Production of First ever 'Made in Bangladesh' mobile handset</li> <li>• National Numbering Plan revised</li> </ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangabandhu Satellite (BS-1) launched</li> <li>• Spectrum auction for 900/ 1800/ 2100 MHz frequency band</li> <li>• 4G service launched</li> <li>• MNP service launched</li> <li>• NFAP was updated with technical support of ITU Consultant</li> <li>• QoS regulation approved</li> <li>• Towerco license issued</li> <li>• TVAS registration introduced</li> </ul>



Year	Achieved Milestones and Important events
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grameenphone has been declared as SMP operator</li> <li>• Third NTTN license issued in private sector</li> <li>• Implementation of NOC Automation and IMEI Database (NAID)</li> <li>• ITU TELECOM WORLD AWARDS 2019, for CBVMP</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISP guidelines issued</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementation of NEIR</li> <li>• Introduction of A2P SMS aggregator enlistment</li> <li>• Introduction of 'এক দেশ এক রেট' tariff for ISP, IIG and NTTN and Grade of Service (GOS) for Broadband Internet</li> <li>• 5G launched on experimental basis</li> <li>• Spectrum auction for 1800/ 2100 MHz frequency band</li> <li>• BTRC achieved WSIS Prize, 2021 for CBVMP in C5 Category</li> <li>• Formation of BTRC CSIRT and Digital Security Cell</li> <li>• Approval of Social Obligation Fund Guideline, 2021</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signing Tripartite Memorandum of Understanding (MoU) with Election Commission and Cellular Operators of Bangladesh for biometric verification using CBVMP during SIM registration.</li> <li>• Bangladesh Meets UN Affordability Target for Internet Prices.</li> <li>• 190 MHz spectrum from 2.3 GHz and 2.6 GHz frequency band were auctioned.</li> <li>• Launching of Unlimited Data Package and Uninterrupted Monthly Internet Package by Mobile Phone Operators.</li> <li>• Launching of Data Carry Forward facilities in Internet Packs by Mobile Phone Operators.</li> </ul>







রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান



নৌকায় চড়ে রাজশাহীতে নির্বাচনী প্রচারণায় যাচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৩৯

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩

ভাষাশহিদদের স্মরণে রাজপথেই মোনাজাতে শরিক হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সতীর্থরা



১৯৫৪

১৫ই মে, ১৯৫৪

যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় বন এবং কৃষিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন শেখ মুজিবুর রহমান





সাম্প্রতিক সময়ে  
আন্তর্জাতিক  
অঙ্গনে  
বিটিআরসি-র  
সাফল্য





ITU Telecom Awards 2019 এ সম্মাননা লাভ গত ৯ থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। বিটিআরসি-র তত্ত্বাবধানে স্থাপিত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) সল্যুশনটির জন্য বাংলাদেশ 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স' সার্টিফিকেট লাভ করে।





WSIS Prizes 2021 প্রতিযোগিতায় বিটিআরসি-র "Central Biometric Verification Monitoring Platform (CBVMP)" প্রকল্পটি Action Line C5 ক্যাটাগরিতে 'Winner' খেতাব অর্জন করেছে। গত ১৮ই মে ২০২১ তারিখে WSIS কর্তৃপক্ষ দাপ্তরিকভাবে "CBVMP" প্রকল্পটির জন্য বিটিআরসি'কে 'Winner' খেতাব প্রদান করে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৮ই মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত "WSIS Prizes 2021" ভার্চুয়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই খেতাব গ্রহণ করেন।





## বঙ্গবন্ধু ও টেলিকম সেক্টর

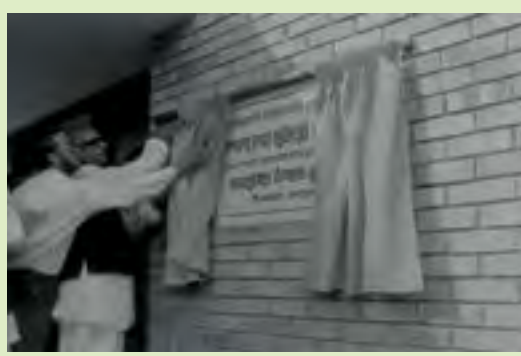


## টেলিকম সেক্টরে জাতির পিতার অবদান

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের একটি দেশে পরিণত করা। তিনি জানতেন যেভাবে পৃথিবী পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে, বাংলাদেশকেও সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত করতে। সেই অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন করার পরপরই তিনি বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মূলত বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বাংলাদেশের যে বীজ বপন করেছিলেন, তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তা আজ বাস্তবায়ন হচ্ছে। এর স্থপতি হিসেবে রয়েছেন তারই দৌহিত্র প্রকৌশলী সজীব ওয়াজেদ জয়।

### ITU-র সদস্যপদ লাভ

১৯৬৯ সালে পৃথিবীতে শুরু হওয়া তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশকে শরিক করার দূরদর্শী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৭৩ সালের ০৫ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইটিইউ-র সদস্যপদ লাভ করে। ITU-র সদস্য পদ অর্জন ছিল বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফসল। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করার জন্য বেতার তরঙ্গ নির্ধারণ, স্যাটেলাইট অরবিট বরাদ্দকরণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবার মানোন্নয়নে নিয়োজিত জাতিসংঘের এই বিশেষায়িত সংস্থার মূল কাজ। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানটির সদস্য পদ অর্জনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের গতিকে ত্বরান্বিত করে গেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের



সাথে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করতে বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন, টিএন্ডটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং ইউপিইউ-এর সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজটিকে অঙ্কুরিত করেন।

### বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

১৯৭০ সালে এই কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হলেও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই কেন্দ্রটিকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার এবং কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধ রাখার নানান চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে এই কেন্দ্রটির কাজ অব্যাহত থাকে। তদানীন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া নামক স্থানে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ্ববর্তী এলাকায় ১২৮ একরের জায়গার ওপর স্থাপিত এই কেন্দ্রটি ৩৫,৯০০ কিলোমিটার উর্ধ্বাকাশে অবস্থিত কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে দ্রুততার সাথে তথ্য আদান প্রদানের কাজ পরিচালিত হচ্ছে এ কেন্দ্র থেকে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মিত্র শক্তি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতির পিতাকে ভারতের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির কাজ সম্পাদনের কথা বললেও সেই সময় জাতির পিতা এই আহবান বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করে নিজ দেশে স্বাধীনভাবে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনার মাধ্যমেই স্বাধীন দেশে এই ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি চালু করেন।

১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজহাতে উদ্বোধন করেছিলেন বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি। সে সময় একটি সদ্য-স্বাধীন প্রাপ্ত দেশের তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে তথ্য প্রযুক্তির উন্নত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য চালু করা হয় দেশের প্রথম এই ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটির।





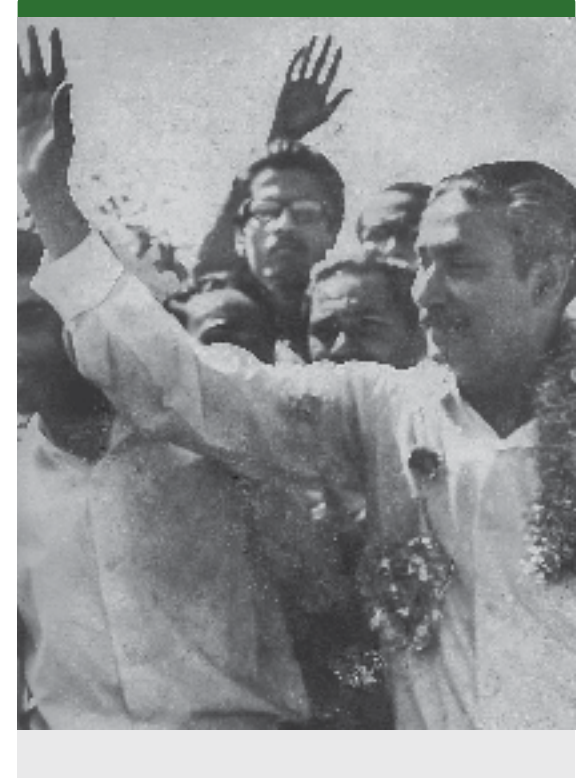
১৯৫৬

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৬৯

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে স্থাপিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে নেওয়ার পথে শেখ মুজিবুর রহমান



২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

অবিস্মরণীয় গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাত্র-জনতা কর্তৃক বিশাল সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি “বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করা হয়





## শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও টেলিকম সেক্টর





বঙ্গবন্ধুকন্যা, জননেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ মূলত আধুনিক বাংলাদেশের দৃষ্টি ও দর্শন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার একটা সচেতন প্রয়াসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর দর্শন বাস্তবায়ন করে চলেছেন। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ দার্শনিক প্রত্যয়টির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১২ই ডিসেম্বর ২০০৮, যখন বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা গড়ার’ দৃঢ় অঙ্গীকারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ‘ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান’ বা ‘রূপকল্প ২০২১’ ঘোষণা করে। সেই নির্বাচনী অঙ্গীকারে বলা হয়, ‘২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশে’ পরিণত হবে। একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ সমাজ, একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদনব্যবস্থা, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি—সব মিলিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০১৮ সালে স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি পেয়েছে।

## ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর ইশতেহার ঘোষণা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১২ই ডিসেম্বর ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ যখন ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর ইশতেহারে ঘোষণা করে এবং ‘২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশে’ পরিণত হবে এই অভিমত ব্যক্ত করে, তখন অনেকেই বিষয়টি নিয়ে উপহাস করে বলেছে, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ একটি আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু তাদের সবার যুক্তি ও ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বিশ্ব মানচিত্রে তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ আজ অনন্য বিপ্লব রচনা করেছে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও চাহিদার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে ডিজিটাল কমিউনিকেশন। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে চাকরি-পড়াশোনা হচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। করোনা মহামারিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা অনলাইন মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

## ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজবপণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের সময় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্য হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ই জুন ১৯৭৫ খ্রি: রবিবার (১৩৮২ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রোপিত বীজ থেকে

যে চারাগাছটির জন্ম, তারই বিকাশ দেখি ১৯৯৬ সালে। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আরেক দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে দেশ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করে জনগণ। তিনি দেশ পরিচালনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে জাতির পিতার স্বপ্নকেই বাস্তবায়ন করেন।

## কম্পিউটারের উপর শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার

১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটে দেশরত্ন শেখ হাসিনা কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করেন। অনলাইন ইন্টারনেটকে সচল করেন ও দেশে বছরে ১০ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০১৫ সালে কম্পিউটার আমদানিতে শুল্ক হ্রাস, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার শিল্প উৎপাদনকারীদের তরুণিকি ও প্রাণোদনা প্রদান-সহ তিনি বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

## মোবাইল মনোপলি মার্কেট ভেঙে দেয়া

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুঠোফোনের একচেটিয়া মার্কেট ভেঙে তা মানুষের কাছে সহজলভ্য করেন। ১৯৯৭ সালে মোবাইলের মনোপলি মার্কেট ভেঙে দেন। সিটিসেল (বাংলাদেশের প্রথম

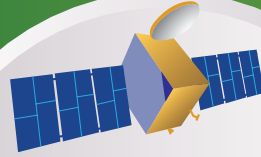


সিডিএমএ (মোবাইল অপারেটর) ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। দেশের ১ম মোবাইল অপারেটর সিটিসেল ১৯৯৩ সালে যখন যাত্রা শুরু করে তখন ১৮ টাকা/মিনিট কলরেট ছিল। তখনকার সেটে আলাদা রিমকার্ড ছিল না। পরবর্তীতে সেটগুলোতে রিমকার্ড প্রযুক্তি নিয়ে আসা হয়। সর্বনিম্ন ২৭৫ টাকার কার্ড রিচার্জ করা যেত, যার মেয়াদ ছিল ২১ দিন। ভ্যাট ছাড়া যেকোন মোবাইলে ৭ টাকা/মিনিট কলরেট ছিল। এক্সট্রা

প্রতিষ্ঠান, বাকিগুলো বেসরকারি এবং বিদেশি বিনিয়োগে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে গ্রামীণফোনের মার্কেট শেয়ার সবচেয়ে বেশি। ২০১৩ সাল থেকে তৃতীয় প্রজন্মের খ্রিজি সেবা দেয়া শুরু করে মোবাইল ফোন অপারেটররা। বর্তমানে কলরেট বিবেচনায় বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি নয় এবং সেবার মান ও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন মোবাইলে ৫০ পয়সা/মিনিট কলরেট।

বিকাল ৪ টা ১৪ মিনিটে) মহাকাশে উৎক্ষেপিত হয়েছিল আমাদের গর্বের, সক্ষমতার ও অহংকারের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উপগ্রহটি। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের গায়ে অমোচনীয় কালিতে খোদিত হয়েছে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’। ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫৭তম দেশ, যাদের

২০১৩ সাল থেকে তৃতীয় প্রজন্মের  
**খ্রিজি** সেবা দেয়া শুরু করে  
মোবাইল ফোন অপারেটররা



১২ মে ২০১৮ সালে (বাংলাদেশ  
সময়ঃ ১১ মে ২০১৮ রাত ২টা ১৪  
মিনিটে/ যুক্তরাষ্ট্র সময়ঃ ১১ মে ২০১৮  
বিকাল ৪টা ১৪ মিনিটে) মহাকাশে  
উৎক্ষেপিত হয়েছিল আমাদের গর্বের,  
সক্ষমতার ও অহংকারের **“বঙ্গবন্ধু  
স্যাটেলাইট-১ উপগ্রহ”**

**ফেব্রুয়ারি, ২০১৮**  
সাল থেকে চতুর্থ  
প্রজন্মের **ফোরজি**  
সেবা দেয়া শুরু করে  
মোবাইল ফোন অপারেটররা



কলরেটে টিএভিট নাম্বারে দৈনিক ১২ ঘণ্টা আউটগোয়িং কল করা যেত এবং ২৪ ঘণ্টা টিএভিট ইনকামিংয়ের জন্য ২টাকা/মিনিট চার্জ কাটতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনোপলি মার্কেট ভেঙ্গে দিয়ে বিভিন্ন মোবাইল ফোন অপারেটরদের মার্কেটে প্রবেশের সুযোগ করে দেন। বর্তমানে চারটি মোবাইল ফোন অপারেটর মার্কেটে সক্রিয় আছে, তারা জিএসএম প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তা হলো: গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক এবং টেলিটক। টেলিটক রাষ্ট্রায়ত্ব

## বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ই জুন ১৯৭৫ খ্রি. তারিখে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করে যে স্বপ্নের সূচনা করেছিলেন, তার পূর্ণতা পায় ২০১৮ সালের ১২ই মে। ২০১৮ সালের এই দিনে (শনিবারে ২ টা ১৪ মিনিটে, যুক্তরাষ্ট্র সময় ১১/০৫/২০১৮ খ্রি. শুক্রবার

নিজস্ব স্যাটেলাইট রয়েছে। বাঙালির স্বপ্ন সেদিন আকাশ ছুঁয়েছে; লাল-সবুজের প্রতীক ‘জয় বাংলা’ খচিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এখন আমাদের গর্বা। ‘মহাশূন্যে সदा জাগত, সदा তৎপর’—এই স্লোগান ধারণ করে ডিজিটাল জানালা খুলে দিয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’। স্যাটেলাইট পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের নিমিত্ত গাজীপুর এবং



বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

## সাবমেরিন ক্যাবেল এবং আইটিসি কানেক্টিভিটি

তথ্য পাচার হয়ে যাবার ভয়ে অদূরদর্শী তৎকালীন বিএনপি সরকার বিনা খরচে সাবমেরিন ক্যাবেল সংযোগ নিতে অস্বীকার করে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সংযোগ ও বেসরকারি খাতে ৬টি ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল ক্যাবলের সুবিধা দিয়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দ্রুত ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং নিরবচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবেল নেটওয়ার্ক সিস্টেমের সাথে তার আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে সংযোগ বিকাশ করেছে। বিএসসিসিএল প্রথম SEA-ME-

WE-4 ক্যাবল সংযোগ করে ২০০৬ সালের ২১মে। এই SEA-ME-WE-4 ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনটি কক্সবাজারের ঝিলংজায় অবস্থিত। বাংলাদেশ ২০১৭ সালে তার দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এর সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য ৬৬০.৬৪ কোটি এবং জেদ্দা ভিত্তিক ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ৪৪ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে SEA-ME-WE-5 এর ল্যান্ডিং স্টেশন ও সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। SEA-ME-WE-5 ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন কুয়াকাটা, পটুয়াখালীতে অবস্থিত। বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবলে ৩২০০ Gbps ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি রয়েছে। সম্প্রতি সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য-পশ্চিম ইউরোপ ৬ (SEA-ME-WE-6) এর তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ সংযোগ বৃদ্ধির সহজলভ্যতা এবং রিডানডেন্সি-র জন্য ৭(সাত) টি আইটিসি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, যার ক্যাপাসিটি ২৫৯৫ Gbps।

অপারেটরদের নাম	বিল্ড ক্যাপাসিটি (Gbps)	পার্চেস BW (প্রকৃত) অথবা আপস্ট্রিম BW (Gbps)
বিএসসিসিএল-SEA-ME-WE-4	৭০০.০০	৭০০.০০
বিএসসিসিএল-SEA-ME-WE-5	২৫০০.০০	১৯০০.০০
বিটিসিএল	৬০০.০০	৪৮০.০০
বিডি লিংক কমিউনিকেশন লি.	১০.০০	১.২৬৫
ফাইবার@হোম গ্লোবাল লি.	৪১০.০০	২৬৩.৮০৩
ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লি.	২২০.০০	১৭৫.২৫
নভোকম লি.	৩১০.০০	২০৮.৭২
সামিট কমিউনিকেশনস লি.	১০৪৫.০০	৭৮০.৮০২
<b>মোট</b>	<b>৫৭৯৫.০০</b>	<b>৪৫০৯.৮৪</b>

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

বাংলাদেশে, ৩জি-র প্রথম ট্রায়াল ১৪ আগস্ট, ২০০৮-এ এরিকসন দ্বারা চালু হয়।

বাংলাদেশ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে ৪জি পরিষেবা চালু করে। বর্তমানে ৪জি পরিষেবাটি ৬৪ জেলায় বিস্তৃত।

বর্তমানে মোট ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার ৪৫০৯.৮৪ Gbps

## ইন্টারনেট ও মুঠোফোনের সহজলভ্যতা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সুফল দেশের প্রত্যেক মানুষ পাচ্ছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান-সহ এমন কোনো খাত নেই যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে না। এটা সম্ভব হচ্ছে মূলত সারা দেশে একটি শক্তিশালী আইসিটি অবকাঠামো গড়ে ওঠার কারণে, যা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমান সরকার দায়িত্ব লাভ করার আগে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম ছিল ৭৮ হাজার টাকা। বর্তমানে প্রতি এমবিপিএস ৩০০ টাকার নিচে। দেশের ১৮ হাজার ৫০০টি সরকারি অফিস একই নেটওয়ার্কের আওতায়। ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়নে পৌঁছে গেছে উচ্চগতির (ব্রডব্যান্ড) ইন্টারনেট। ইন্টারনেট ও মুঠোফোনের সহজলভ্যতায় মানুষের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিযোজন ও সক্ষমতা দুই-ই বেড়েছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে সে

সময় দেশের মাত্র ৮ লাখ মানুষ ইন্টারনেট সেবা পেত। এখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১২ কোটির বেশি। তখন ৪ কোটি মানুষের কাছে মোবাইল ফোন ছিল। বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক ১৮ কোটি এর বেশি। এখন মানুষ মাত্র এক-দেড় হাজার টাকাতেও মোবাইল ফোন কিনতে পারছে। সরকারের বিভিন্ন নীতি-সহায়তার ফলে বর্তমানে দেশে হাই-টেক পার্কসহ বিভিন্ন স্থানে স্যামসাং, ওয়ালটন, সিম্ফ্যানি, মাই ফোন, শাওমি-সহ দেশি-বিদেশি ১৪টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে মুঠোফোন ও ল্যাপটপ উৎপাদন করছে। যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে এবং দেশের মুঠোফোন চাহিদার ৭০ শতাংশ পূরণ করছে। ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে বাংলাদেশ।

বিটিআরসি-র শুরু (২০০২-২০০৩) হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

## ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। ঘোষণায় বলা হয়, ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশ পরিণত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আসলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ, যার বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০০৯ সালে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা দেশের সব মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ডিজিটাল অর্থনীতি ও ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আইন, নীতিমালা প্রণয়ন থেকে শুরু করে সামগ্রিক কার্যক্রমের পরামর্শ ও তদারকি করছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

## অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক

অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্ভবত অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে সুপরিচিত প্রয়োগ এবং বাংলাদেশে টেলিকমিউনিকেশনের জন্য এটি ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। BTTB (বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড) প্রধান শহর ও শহরের টেলিফোন নেটওয়ার্কের অনেক অংশে এবং কিছু স্থানীয়-এরিয়া নেটওয়ার্কে (LAN) অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন রয়েছে, যা টেলিফোন

ক্র. নং	বিষয়	২০০২-২০০৩	মার্চ, ২০২২
০১	টেলিডেনসিটি	০.৫৪%	১০৩.৫৯%
০২	ইন্টারনেট ডেনসিটি	০.১%	৭০.৫৪%
০৩	টুজি+প্রিজি মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	৫০.৫০ লক্ষ	১০ কোটি ৯০ লক্ষ
০৪	ফোরজি মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	-	৭ কোটি ৪০ লক্ষ
০৫	ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা	১ লক্ষ	১১.০৯ কোটি
০৬	বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩৯টি	৩,৩৯৩টি
০৭	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মূল্য (টাকা) (এমবিপিএস)	১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা	৩৫০ টাকা
০৮	রাজস্ব আদায়	১২০.০৭ কোটি	৬,১৭৯.২৪ কোটি
০৯	নেটওয়ার্ক কভারেজ	৫০ জেলা/৬৪ জেলা	৬৪ জেলা/৬৪ জেলা
১০	মুঠোফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা	৫০.৫০ লক্ষ	১৮ কোটির অধিক
১১	অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃতি	৮০০ কি.মি. (প্রায়)	১,৩৭,০০০.০০ কি.মি.





এবং উচ্চ গতির ডেটা ট্রান্সমিশনের (ইন্টারনেট) জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সিস্টেম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৬তে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ১১৪টি উপজেলা হতে ১১০৪টি ইউনিয়নে প্রায় ৮,০০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সামরিক, বেসামরিক, সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৮৯০০ কি.মি. সহ মোট ১,৩৭,০০০.০০ (এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার) কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ১৮,৪৩৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রায় ৩৮০০টি ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহার করে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

## থ্রিজি ও ফোরজি চালু

বাংলাদেশে, ৩জি-র প্রথম ট্রায়াল ১৪ আগস্ট, ২০০৮-এ এরিকসন দ্বারা চালু হয়েছিল। ৩জি-এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ায়, বিটিআরসি-এর নির্দেশিকা প্রণয়ন, বিশেষজ্ঞ জনবল তৈরি এবং পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনার জন্য পরামর্শক নিয়োগ করেছে। ১২ই অক্টোবর, ২০১২ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিটকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভিডিওকল বাংলাদেশে ৩জি অপারেশনের বাণিজ্যিক সূচনাকে ত্বরান্বিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮-এ নির্বাচিত এলাকায় ৪জি পরিষেবার চালু করেছিল, বর্তমানে, ৪জি পরিষেবাটি ৬৪টি জেলায়

প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় অপারেটররা ইন্টারনেট সংযোগের কভারেজ এবং গুণগতমান সম্প্রসারণ এবং উন্নত করার চেষ্টা করছে।

## ফাইভজি যুগে বাংলাদেশ

পঞ্চম প্রজন্মের (5G) মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ চালু করেছে রাষ্ট্রচালিত মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটক। টেলিটক সুপার-স্পিড প্রযুক্তি চালু করার জন্য ছয়টি ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে হালনাগাদ সেবা চালু করেছে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় সংসদ ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর,

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এবং সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। প্রথম ফাইভজি নেটওয়ার্ক চালু হয়েছিল এপ্রিল ২০১৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

## এক দেশ এক রেট

গত ৬ই জুন, ২০২১ইং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন “এক দেশ এক রেট” নামে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের জন্য নতুন ট্যারিফ ঘোষণা করে। এর মাধ্যমে সরকার মূলত গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেটের দামকে হাতের নাগালে ও আরও শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য একধাপ এগিয়ে গেছে। “এক দেশ এক রেট”





প্রান্তিক পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ‘এক দেশ, এক রেট’ ট্যারিফ এর

# শুভ উদ্বোধন

ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ প্যাকেজ (শেয়ার্ডঃ ১:৮)	প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেটের ট্যারিফ
<b>5 Mbps</b>	৫০০ টাকা (সর্বোচ্চ)
<b>10 Mbps</b>	৮০০ টাকা (সর্বোচ্চ)
<b>20 Mbps</b>	১২০০ টাকা (সর্বোচ্চ)











ট্যারিফের পরিকল্পনা শুরু হয় ২০১৮ সাল থেকে যা কিনা ডিজিটাল বাংলাদেশে বিনির্মাণের পূর্বশর্ত। বর্তমান সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর এই ট্যারিফ ঘোষণা করেছে।

## বাংলায় এসএমএস (খুদে বার্তা) সেবা চালু

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অর্ধেক খরচে বাংলায় খুদে বার্তা বা এসএমএস চালু করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। বর্তমানে প্রতি এসএমএস পাঠাতে ৫০ পয়সা (ভ্যাট ও ট্যারিফ ছাড়া) খরচ হয়। বাংলা অক্ষরে লিখে পাঠালে তা ২৫ পয়সা (ভ্যাট ও ট্যারিফ ছাড়া) খরচ হবে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। বিশ্বের ৩৫ কোটি মানুষ বাংলায় কথা বলে এবং ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা চতুর্থ মাতৃভাষা হওয়ায় অর্ধেক খরচে বাংলায় এসএমএস সেবা চালুর উদ্যোগ নেয় বিটিআরসি। ২০১০ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে প্রতি এসএমএসে খরচ ৫০ পয়সা (ভ্যাট ও ট্যারিফ ব্যতীত) নির্ধারিত ছিল।

## ফোরজি তরঙ্গ বরাদ্দ নিলাম

দ্রুত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ খাত, গ্রাহকদের মোবিলিটি এবং উচ্চতর ডাটারেটের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি -এ বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করে বিটিআরসি-র আয়োজনে গত ৮ই মার্চ, ২০২১ তারিখে রাজধানীর হোটেলে ইন্টারকন্টিনেন্টালে ১৮০০/২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের চার মোবাইল অপারেটরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে টেলিযোগাযোগ খাতের বহুল আলোচিত এ

নিলামের ভিত্তিমূল্য ধরা হয় সরকারের পূর্বানুমোদনপূর্বক ২০১৮ সালের নিলামের বিক্রয় মূল্য অনুযায়ী অর্থাৎ, ১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের ১ মেগাহার্টজ তরঙ্গ মূল্য ১৫ বছরের জন্য ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হারে এবং ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের ১ মেগাহার্টজ তরঙ্গ মূল্য ১৫ বছরের জন্য ২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হারে। ২০১৮ সালের অকশনে নিলামকৃত তরঙ্গ অপারেটর তার চাহিদা অনুযায়ী ২-জি বা ৩জি অথবা ৪জি লাইসেন্সের মেয়াদে তরঙ্গ বরাদ্দ গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছিল। নিলামে সর্বমোট প্রস্তাবিত ২৭.৪ মেগাহার্টজ (১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে ৭.৪ এবং ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে ২০ মেগাহার্টজ) তরঙ্গ প্রদানের নিষ্পত্তি হয়। যার থেকে সরকারের আয় হবে ভ্যাটসহ প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা।

## ফাইভজি তরঙ্গ বরাদ্দ নিলাম

বিটিআরসি-র ফাইভজি সেবার তরঙ্গ নিলাম গত ৩১শে মার্চ, ২০২২ বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম রাউন্ডে ২৩০০ ব্যান্ডের টেলিটক ১ হাজার ৬৮০ কোটি টাকায় ৩০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ক্রয় করেছে। রবি আজিয়াটা ২৬০০ ব্যান্ডের ৬০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ক্রয় করেছে। এর দাম তিন হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। গ্রামীণফোন ২৬০০ ব্যান্ডের ৬০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ৩৩৬০ কোটি টাকায় কিনেছে। আর বাংলালিংক ২৩০০ ব্যান্ডের ২২৪১ কোটি ৪০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ কিনেছে। বিটিআরসি আগেই জানিয়েছিল ২২০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ বিক্রির নিলাম হবে। এ নিলামে গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি আজিয়াটা ও টেলিটক অংশ নিয়েছে। দেশে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি (ফোরজি) এবং পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি (ফাইভজি) সেবা চালু করতে বিটিআরসি-র এই তরঙ্গ নিলাম। বিটিআরসি জানিয়েছে, আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমরোপযোগী, অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য

ও কারিগরিভাবে বাস্তবসম্মত উপায়ে বাংলাদেশে ফাইভজি সেবা চালুর জন্য ২.৩ গিগাহার্টজ, ২.৬ গিগাহার্টজ ও ৩.৫ গিগাহার্টজ-এই তিনটি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ব্যান্ডের তরঙ্গ প্রযুক্তি নিরপেক্ষ হওয়ায় ফাইভজি, ফোরজি, থ্রিজি ও টুজিতেও ব্যবহার করা যাবে।

## সাইবার নিরাপত্তায় গৃহীত পদক্ষেপ

বিশ্বের ১৯৪টি দেশের সাইবার নিরাপত্তায় গৃহীত আইনি ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সাংগঠনিক ব্যবস্থা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা সূচকে বাংলাদেশ আইটিইউ-তে ৫৩তম স্থানে এবং এনসিএসআই বা জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ৩৭তম স্থানে অবস্থান করেছে। যার ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও সার্ক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। ২০০৯ সালের আগে বাংলাদেশে সরকারি কোনো সেবাই ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সরকারি সব দপ্তরের টেন্ডার থেকে শুরু করে প্রাথমিক সব তথ্য মিলছে ওয়েবসাইটে। সেই সঙ্গে সরকারি সব তথ্য যাচাই-বাছাই ও সংরক্ষণ করা এবং এসব তথ্য গ্রহণ ও আবেদনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে অনলাইনে।

## হাই-টেক পার্ক নির্মাণ

১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশে উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি অ্যাক্ট-২০১০'-এর অধীনে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ



দেশের বিপুল সংখ্যক যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করছে। হাই-টেক শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকার ৩৯টি হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিকস, সাইবার সিকিউরিটির উচ্চ প্রযুক্তির ৩১টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

## অনলাইন ব্যাংকিং ও ই-কমার্সের ব্যাপক প্রসার

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) প্রতিবেদনে যথার্থভাবেই মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় আর্থ-সামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক সেবায় মানুষের অন্তর্ভুক্তি রীতিমতো বিস্ময়কর। অনলাইন ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার, এটিএম কার্ড ব্যবহার ক্যাশলেস সোসাইটি গড়াসহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে তা নয়, ই-কমার্সেরও ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছে।

## ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এর কার্যক্রম

২০১০ সালের ১১ই নভেম্বর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয় থেকে এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-র প্রশাসক ও নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিস হেলেন ক্লার্ক ভোলা জেলার চর কুকরিমুকরি ইউনিয়ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশের সকল ডিজিটাল সেন্টার একযোগে উদ্বোধন করেন। ‘জনগণের দোরগোড়ায় সেবা’ (Service at Doorsteps)- এই স্লোগানকে সামনে রেখে ডিজিটাল সেন্টারের যাত্রা শুরু হয়।

- সারাদেশে মোট ৫২৮৬ টি ডিজিটাল সেন্টার আছে,

- যার মধ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৪৫৫৪ টি,
- পৌর ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৩২৫ টি,
- নগর ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৪০৭ টি,
- প্রায় ১১০০০ এর অধিক উদ্যোক্তা নাগরিক সেবা প্রদানে কর্মরত আছে, যাদের অর্ধেক নারী উদ্যোক্তা।
- এই সেন্টারগুলো হতে বর্তমানে প্রায় ১০০ টির অধিক সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ এখন ঘরে বসে আয় করছে। ‘ডিজিটাল ইকোনমিক রিপোর্ট’ ২০১৯-এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার কাজ করছে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে তারা প্রতিবছর **১০ কোটি** ডলারেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

## বেসরকারি খাতে ডিজিটাইজেশন

সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও ডিজিটাইজেশনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে গেছে প্রত্যেক গ্রাহকের হাতের মুঠোয়। অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সহজেই টাকা ট্রান্সফার থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, গ্যাস বিল, টেলিফোন বিল-সব ধরনের কাজই অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাচ্ছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের ব্যাংকের বর্তমানে নিজস্ব মোবাইল ব্যাংকিং সেবা রয়েছে।

## ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার সৃষ্টি

ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ এখন ঘরে বসে আয় করছে। ‘ডিজিটাল ইকোনমিক রিপোর্ট’ ২০১৯-এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার কাজ করছে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে তারা প্রতিবছর ১০ কোটি ডলারেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। পৃথিবীতে যেসব দেশ ফ্রিল্যান্সিং কাজ করে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে প্রথম দিকে। বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকা ‘ফোর্বস’-এর জরিপে ফ্রিল্যান্সিং থেকে আয়ের দিক থেকে এগিয়ে থাকা শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে রয়েছে

বাংলাদেশ। ফ্রিল্যান্সিং থেকে আসা এই অর্থ আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে।

## এটুআই (অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন) প্রকল্প

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বচ্ছতার সঙ্গে, হয়ারানিমুক্ত ও স্বল্পমূল্যে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতি কমিয়ে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে ‘রূপকল্প ২০২১’ আজ বাস্তবিকভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারের এটুআই (অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন) প্রকল্পের মাধ্যমে তথা তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে জনগণ ঘরে বসেই এখন সেবা পাচ্ছে।

## করোনাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় ডিজিটাল বাংলাদেশের অবদান

করোনা মহামারিতে গোটা পৃথিবীর অর্থনীতি আজ বিপর্যস্ত। গত ১০ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা তথ্য-প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর জন্যই এই মহামারি পরিস্থিতি আমরা ভালোভাবে সামলে উঠেছি। করোনাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য করোনা বিষয়ক তথ্যসেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা দ্রুত সময়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। শুধু শহরেই নয়, উপজেলা সদর ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে এমনকি দুর্গম অঞ্চলেও তথ্য-প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিয়েছে বর্তমান সরকার। ৩৩৩-৫ হেল্পলাইনের মাধ্যমে

নাগরিকদের মধ্যে জরুরি সেবা পৌঁছে দিয়েছে সরকার। যে-কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে আছে শেখ হাসিনার গণমানুষের সরকার। জনগণের জন্য উন্মুক্ত এই নম্বরগুলো মূলত জাতীয় শক্তি ও নির্ভরতার প্রতীক। এই নম্বরগুলো জনগণের জীবনমান রক্ষা এবং দুর্যোগ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের শক্তি যোগায়।

## পদক ও পুরস্কার

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাপ্ত পদক ও সম্মাননা—

- জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন অ্যান্ড ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড,
- আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড,
- ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (ডব্লিউআইটিএসএ) উইটসা অ্যাওয়ার্ড,
- ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU)-এর ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) অ্যাওয়ার্ড।
- অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

## একনজরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ডিজিটাল পদক্ষেপ

মন্ত্রণালয়ে ই-সেবা চালু,

থ্রিজি প্রযুক্তির মোবাইল পরিষেবা চালু,

সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ

শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে দেশের সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন

জনগণের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছানোর জন্য অ্যাপভিত্তিক আইপি কলিং অ্যাপ (আলাপ) চালুকরণ

হাওড় ও দ্বীপ অঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন

মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নারীবান্ধব বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা চালুকরণ

টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি স্থাপন

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে দ্বীপ, প্রত্যন্ত ও দুর্গম উপকূলীয় এলাকায় টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন

জাতীয় ই-তথ্যকোষের আনুষ্ঠানিক যাত্রা,

তিন বছরের কর অবকাশ সুবিধাসহ হাইটেক পার্ক বাস্তবায়নাদীন,

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড/আইসিটি এক্সপো,

অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন,

রেলওয়ে ই-টিকেটিং সিস্টেম,





অনলাইনে ভিসা প্রসেসিং ও যাচাই,

ইপিআই ও আইটিইই সার্টিফিকেশন,

জাতীয় ডেটা সেন্টার,

ডট বাংলা ডোমেইন চালুর উদ্যোগ,

ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি ৬.৫ গুণ বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ,

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে রেমিট্যান্স অর্জন,

ইউনিয়ন পর্যায়ে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন,

সকল সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে কম্পিউটার ট্যাবলেট বিতরণ,

শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ কম্পিউটার বিতরণ,

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াই-ফাই চালুর প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাবধি,

ইউআইএসসি থেকে মোবাইল ব্যাংকিং চালুর উদ্যোগ,

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ই-বুকের আনুষ্ঠানিক যাত্রা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-ফাইলিং,

মুখস্থবিদ্যার প্রচলিত পাঠদান রীতির বদলে প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু,

তৃণমূলে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর বীমা সেবা চালুর উদ্যোগ,

জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পুরস্কার প্রবর্তন,

বিনিয়োগের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু,

বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা চালু,

জাতীয় ওয়েবপোর্টাল চালু,

জাতীয় ই-তথ্যকোষ উদ্বোধন,

জেলা ওয়েবপোর্টাল চালু,

জেলা ই-সেবাকেন্দ্র চালু,

উপজেলা ওয়েবপোর্টাল চালু,

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু,

বিমানের টিকিট ইউআইএসসির মাধ্যমে বিক্রির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা,

ইউনিয়ন ওয়েবপোর্টাল চালু,

অনলাইন জিডি ফাইলিং,

বাংলাদেশ গর্ভমেন্টের সকল ফরম অনলাইনে,

অনলাইনে কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন,

অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি,

অনলাইনে এইচএসসিতে রেকর্ড সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি,

আয়কর রিটার্ন ফরম অনলাইনে জমা প্রদান,

অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স,

অনলাইনে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার তথ্য,

কৃষি তথ্য সার্ভিস,

পাসপোর্ট পরিষেবা,

বিভিন্ন পরিষেবার বিল পরিশোধ,

অনলাইনে হজ্বের তথ্য,

ইলেক্ট্রনিক দরপত্র পদ্ধতির প্রবর্তন,

ডিজিটাল স্বাক্ষর পদ্ধতির প্রবর্তন,

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ই-সেবা,

মোবাইল ব্যাংকিং চালু।





আইটিইউ টেলিকম অ্যাওয়ার্ড অর্জন



সাউথ-সাউথ ভিশনারি পুরস্কার, ২০১৪: ২০১৪ সালের ২১শে নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের 'সাউথ-সাউথ ভিশনারি' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশে তৃণমূলপর্যায়ের তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার, সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু, সর্বসাধারণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া, সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে বিশ্বের দরবারে রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপনের জন্য তাঁকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।



সাউথ-সাউথ ভিশনারি পুরস্কার

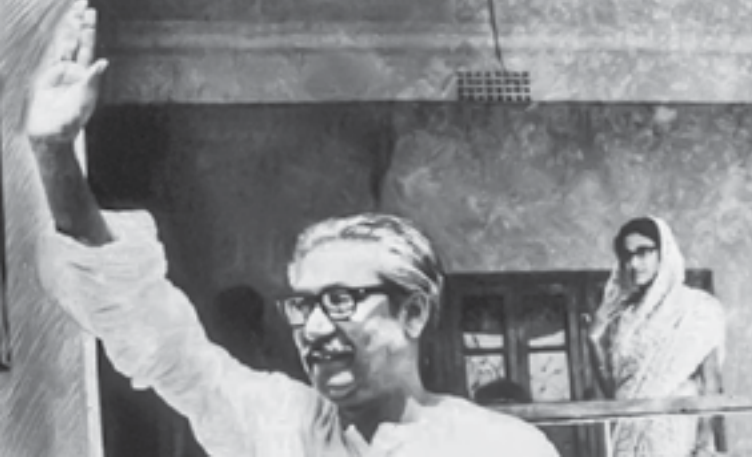


২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ রোজ শনিবার সন্ধ্যায় জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) কাছ থেকে ‘আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার’ গ্রহণ করেন। শেখ হাসিনার হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেন আইটিইউর মহাসচিব হাউলিন ঝাউ। এই পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশী তরুণদের উৎসর্গ করেন।



আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৫





ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে জনতার অভিবাদনের জবাব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মহমান। পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা



বড়ো মেয়ে শেখ হাসিনা ও নাতি সজীব ওয়াজেদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৩শে মার্চ, ১৯৭১

১৯৭১

১৯৭১

১৯৭১

সন্তান শেখ হাসিনা, শেখ রাসেল ও নাতি সজীব ওয়াজেদ এবং নাতনি সায়মা ওয়াজেদের সঙ্গে একান্ত পারিবারিক মুহুর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ভাই বোন।





## মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা ও টেলিকম সেক্টর



## মাননীয় তথ্য উপদেষ্টার অবদান, বিভিন্ন কার্যক্রম ও সফলতা

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার জনাব সজীব ওয়াজেদ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তনয় এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র। তিনি দেশে একটি শক্তিশালী আইটি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা, ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন ও বৃহৎ পরিসরে আইটি শিক্ষা চালুর মাধ্যমে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি বিশদ ধারণাপত্র ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধান কারিগর হিসেবে কাজ করছেন। তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশের ফলে আমাদের সামনে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। আর এযাত্রা শুরু হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়া ভূ-কেন্দ্র উপগ্রহ স্থাপন করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা ২০১৮ সালের ১২ই মে সফলভাবে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের সব বেসরকারি টিভি চ্যানেল এ স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালাচ্ছে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রচারভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণ সহজ হয়েছে। বিশ্ব বাস্তবতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষার্থী ও তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া-সহ বিশ্বের প্রায় ৬০টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশের তৈরি সফটওয়্যার ও আইটি

সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। আইটি খাতে রপ্তানি ১.৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-খাত গত তিন দশকে অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য এবং সমাজে বিপ্লব ঘটিয়েছে। সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সম্ভাবনা বাড়িয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। সামাজিক কল্যাণ, সম্প্রদায় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি করেছে। আইসিটি সমগ্র বিশ্বব্যাপী জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি কোভিড -১৯ মহামারি চলাকালীন অব্যাহত উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি গ্রহণের দ্রুতগতি আমাদের আরও শক্তিশালী হতে ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে।

তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধান কারিগর হিসেবে কাজ করছেন। তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশের ফলে আমাদের সামনে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।



ASOCIO-2021 পুরস্কার হাতে সজীব ওয়াজেদ জয়, পাশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে, জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবার মাধ্যমে প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতি ও টেকসই উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। সারাদেশে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন, দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানলব্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ই-সেবা বৃদ্ধি ও ই-সরকার বাস্তবায়িত হচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই, ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয়, সত্য। আর এর সবই সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের রূপকার জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়-এর সঠিক নির্দেশনায়।

২০২৫ সালের মধ্যে এ আয় ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে এবং জিডিপিতে সফটওয়্যার ও আইসিটি সেবা খাতের অবদান ৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে দেশজুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে ২৮টি হাইটেক ও সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার। তথ্য পাচার হয়ে যাবার ভয়ে অদূরদর্শী তৎকালীন বিএনপি সরকার বিনা খরচে সাবমেরিন কেবল সংযোগ নিতে অস্বীকার করে। আর আজ দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের সংযোগ ও বেসরকারি খাতে ৬টি ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল কেবলের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে দেশব্যাপী ১০ গুণেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার বেড়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ রপ্তানিও হচ্ছে। যে ব্যান্ডউইডথ এর দাম ২০০৭ সালে ছিল ৭৬ হাজার টাকা তা এখন ৫০০ থেকে ১০০০ টাকায় নেমে এসেছে। ফলে ই-গভর্নেন্স, ই-হেলথ, ই-কমার্স, ই-লার্নিং, মোবাইল

২০৩০ সাল নাগাদ  
প্রায়  
২৫ হাজার  
ডিজিটাল  
সেন্টার  
চালুর পরিকল্পনা  
রয়েছে।

২০২২ সালের মধ্য  
সকল অপারেটর  
ফাইভজি  
সেবা চালু করার  
পরিকল্পনা সরকার  
হাতে নিয়েছে।

মহেশখালী দ্বীপে  
ইন্টারনেট সংযোগ  
পৌঁছে দেওয়া  
হয়েছে, মহেশখালীই  
দেশের  
প্রথম  
ডিজিটাল  
আইল্যান্ড।

এপ্লিকেশন-সহ ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার সহজলভ্য হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ‘ফোরজি’ সেবা চালু হয়েছে। ‘ফাইভজি’ সেবা এবছরের বিজয় দিবসে ঢাকা শহরে পরীক্ষামূলকভাবে চালুর কার্যক্রম চলছে। ২০২২ সালের মধ্য সকল অপারেটর ফাইভজি সেবা চালু করার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে। মহেশখালী দ্বীপে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, মহেশখালীই দেশের প্রথম ডিজিটাল আইল্যান্ড। ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে পাঁচ হাজারের অধিক নারী-সহ প্রায় ১৩ হাজার উদ্যোক্তা কাজ করছে। ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ২৫ হাজার ডিজিটাল সেন্টার চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে মাসে প্রায় এক কোটি নাগরিক প্রায় দুই হাজার আটশাট সেবা নিতে পারবে। আর এ সকল কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মূল কারিগর হলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের রূপকার জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়।

## মাননীয় তথ্য উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়া। সরকারের এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন ধানমন্ডীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের “ভিশন ২০২১” ইশতেহার প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে

অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনি ২০০৭ সালে ডেভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক বিশ্বের ২৫০ জন তরুণ বিশ্ব নেতৃত্বের মধ্যে একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের তথ্য-প্রযুক্তিখাতের উন্নয়নে অবদান রাখায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়কে ‘আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’-এ ভূষিত করা হয়। ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব গভর্নেন্স অ্যান্ড কম্পিউটিভনেস, প্ল্যান ট্রিফিনিও, গ্লোবাল ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট এবং আমেরিকার কানেকটিকাটের নিউ হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস সম্মিলিতভাবে সজীব ওয়াজেদ জয়কে এই পুরস্কারটি দিয়েছে। পদক হাতে নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়ায় জয় বলেন, এ সাফল্য শুধু তার নয়, বাংলাদেশের সব মানুষের।

এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিশ্ব সম্মেলন ‘ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি ২০২১ (ডব্লিউসিআইটি২০২১)’ এর দ্বিতীয় দিনে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের সংস্থা এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও) দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়কে ‘অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১’ পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার দিয়ে থাকে।





পরিবারের সদস্যদের সাথে  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



# বিটিআরসি-র ইতিহাস

## বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের প্রাথমিক অবস্থা

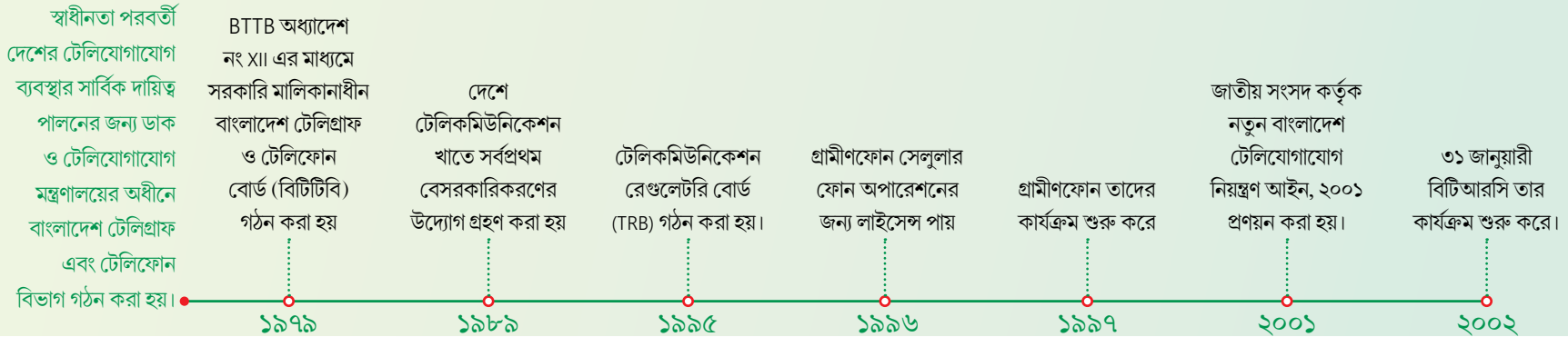
একবিংশ শতাব্দির পৃথিবীকে অন্য যে-কোনো খাতের তুলনায় তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এই কারণেই এক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও সদা পরিবর্তনশীল। তথ্যের অভিজ্ঞতা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা এত সুদূরপ্রসারী যে, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, জমি-জনবল-পুঁজির মতোই। এছাড়াও টেলিযোগাযোগের

একটা দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে-এটা যেমন নিজে একটি উৎপন্ন দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃত, তেমনই অন্য উৎপাদনের সহায়ক অবকাঠামো হিসেবে এর গুরুত্ব সমধিক।

বৃটিশ-ভারত ও তৎপরবর্তী পাকিস্তান আমলের উত্তরসূরি হিসেবে বাংলাদেশ অতিশয় স্বল্প ও সীমিত আকারের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগ গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে BTB অধ্যাদেশ নং XII এর মাধ্যমে সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) গঠন করা হয় যার মাধ্যমে দেশব্যাপী বাণিজ্যিকভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ

সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিটিটিবিকে টেলিযোগাযোগ ও বেতার সার্ভিসের লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান, চারজন স্থায়ী সদস্য এবং তিনজন অস্থায়ী সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) সরকারের বিভাগ হিসাবে পরিচালিত হয়। এই বোর্ডের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যায়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক পরিকল্পনার অনুমোদন প্রদান এবং তহবিল বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বিটিটিবির বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন এবং মূলধন উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ করে।

## এক নজরে বিটিআরসি-র ইতিহাস



১৯৮৯ সালে দেশে টেলিকমিউনিকেশন খাতে সর্বপ্রথম বেসরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সেবা টেলিকম নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ১৯৯৮ উপজেলায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়। একই বছরে দেশের সর্বপ্রথম সেলুলার ফোনসেবা চালু করে মোবাইল অপারেটর সিটিসেল। শুরুর দিকে প্রতিযোগিতামূলক বাজার না থাকার কারণে সেলুলার ফোনের সেবা অনেক ব্যয়বহুল ছিল, ফলে অল্পসংখ্যক গ্রাহকের কাছে এ সেবা পৌঁছাতে পেরেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে গ্রামীণফোন সেলুলার ফোন অপারেশনের জন্য লাইসেন্স পায় এবং ১৯৯৭ সালে দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। দেশের সম্ভাবনাময় টেলিযোগাযোগ খাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে না পারার বিষয়সমূহকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে দুইভাগে ভাগ করা যায় যথা টেলিযোগাযোগ খাতের অব্যবস্থাপনা বা স্বল্প কর্মক্ষমতা এবং প্রতিযোগিতাহীন বেসরকারি বিনিয়োগ। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রথম দেশ হিসাবে বেসরকারি খাতে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লাইসেন্স প্রদানকারী বাংলাদেশ এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় টেলিযোগাযোগ খাতের সম্প্রসারণ এবং মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণে পিছিয়ে পড়ার পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো—

- খুবই স্বল্প টেলিডেনসিটি (০.৮৩%) যা বেসরকারি বিনিয়োগকে এ খাতে আকৃষ্ট করতে অসমর্থ হয়। একই সাথে দেশের প্রভাবশালী সার্ভিস প্রোভাইডার বিটিটিবি কর্তৃক গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সার্ভিস প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপারগতায় মোবাইল অপারেটরদের আন্তঃসংযোগ চাহিদা পূরণ করতে না পারায় অপারেটরসমূহ গ্রাহক চাহিদা অনুযায়ী তাদের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি ও সার্ভিস প্রদান করতে পারেনি।

- দেশের প্রায় ৮০ ভাগ জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করলেও বেশিরভাগ গ্রামীণ জনগণ টেলিযোগাযোগ সেবা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বেসরকারি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তথা মোবাইল অপারেটর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা থেকে বেশিরভাগ গ্রামীণ জনসাধারণ উপেক্ষিত হয়।
- সরকারি মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত অপারেটর বিটিটিবি-র যথেষ্ট সরকারি বিনিয়োগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটির কর্মক্ষমতা উন্নত না হওয়া। সরকারের ছায়াতলে পরিচালিত হলেও প্রতিষ্ঠানটি সরকার ও এর গ্রাহকের কাছে খুব সামান্যই জবাবদিহিতার দায় ছিল। বিটিটিবি-র কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ খাতে সীমিত প্রতিযোগিতা, সরকারি নিয়মানুযায়ী কর্মী নিয়োগের জটিলতা, সীমিত আর্থিক ক্ষমতা এবং যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি।
- বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রণোদনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে না পারায় এ খাতে স্বল্প বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। টেলিযোগাযোগ খাতের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিটিটিবি ছিল ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক কারিগরি পরামর্শক। অপরদিকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিটিটিবি-র আয়ের ক্ষেত্রে সরকারের কাছে দায়বদ্ধতা থাকায় এ খাতের পলিসি প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে এ খাতের প্রণীত নীতিমালায় বিটিটিবি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে এবং বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় টেলিযোগাযোগ খাতকে পুনর্বিদ্যায়িত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৯৯৫ সালে BTTC অধ্যাদেশ নং XII সংশোধন করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি বোর্ড (TRB) গঠন করা হয়। টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি বোর্ড (TRB) এর গঠন মূলত বিটিআরসির গঠনের প্রথম পদক্ষেপ। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বাজার অর্থনীতির ব্যাপক প্রসারের ফলে অত্যন্ত সংগত কারণেই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায়ও এর প্রভাব প্রচণ্ড আকারে অনুভূত হয়। বিশেষ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও সরকারি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা কাটিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের অধিকতর উৎসাহিত করতে ও ব্যাপকহারে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার যৌক্তিকতা প্রাধান্য পায়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জারিকৃত টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট এজন্য মোটেও যুগোপযোগী ছিল না। স্বভাবতই এর পরিবর্তন অত্যাাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সংসদ কর্তৃক নতুন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ প্রণয়ন করা হয়।

## বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রতিষ্ঠা

১৯৯৮ সালের জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি অনুযায়ী সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য সকল ধরনের নীতি নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১

সালের ১৮ নম্বর আইন) জারি করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা, কার্যাবলি, দায়িত্ব ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি কমিশনের নিকট অর্পণ করা হয়। এই আইনের অধীনে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টর নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়ার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ আইনটি টেলিযোগাযোগ খাতকে একটি কার্যকরী কাঠামোগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই

আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে বিটিআরসিতে টেলিযোগাযোগ খাত নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয়। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনারকে নিয়ে ২০০২ সালের ৩১শে জানুয়ারি বিটিআরসি তার কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তৎকালীন টেলিকম সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ—

দক্ষিণ এশিয়া আইসিটি সূচক (ITU, WDI 2001)					
বিবরণ	বাংলাদেশ	ভারত	নেপাল	পাকিস্তান	শ্রীলংকা
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৩৩.৪	১০৩৩.৪	২৩.৬	১৪১.৫	১৯.৬
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)	৩৮৬	৪৭২	২৫০	৫২১	৮৬৯
প্রধান সক্রিয় টেলিফোন লাইন (মিলিয়ন)	০.৫৬	৩৮.৫৪	০.৩০	৩.৩৮	০.৮৩
সেলুলার মোবাইল টেলিফোন গ্রাহক (মিলিয়ন)	০.৫২	৬.৪৩	০.০২	০.৮১	০.৬৭
ফিক্সড টেলিডেনসিটি (%)	০.৪৩	৩.৭৫	১.৩১	২.৩৩	৪.৪৩
মোবাইল টেলিডেনসিটি (%)	০.৪০	০.৬৩	০.০৮	০.৫৬	৩.৫৬
মোট টেলিডেনসিটি (%)	০.৮৩	৪.৩৮	১.৩৯	২.৮৯	৭.৯৯
দেশের বাকি অংশের টেলিডেনসিটি (%)	০.১৯	৩.৫৮	০.২২	১.৭৪	৩.৫১
ইন্টারনেট প্রদানকারীর (হোস্ট) সংখ্যা	৩	৮২,৯৭৯	১৫১৩	১১,৩১৯	২,২৮৬
আনুমানিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা (মিলিয়ন)	০.২৫	৭.০০	০.০৬	০.৫০	০.১৫

তথ্যসূত্রঃ বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন (প্রতিবেদন নং- ২৫৫৬১ ও এবি৯১)



ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত আইন ও টেলিযোগাযোগ নীতি উভয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেলিযোগাযোগ খাতকে নিয়ন্ত্রণ করা দায়িত্ব বিটিআরসিকে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন অপারেটরসমূহকে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্সিং শর্তাবলি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ, স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা, পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে কারিগরি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আন্তঃসংযোগ নিশ্চিতকরণ, অপারেটরসমূহের QoS নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য ট্যারিফের অনুমোদন এবং বিভিন্ন টেলিকম যন্ত্রপাতির আমাদানি অনুমতি প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য যুগোপযোগী কার্যকরী নীতিমালা নির্ধারণ, রেগুলেটরি দক্ষতা বৃদ্ধি, টেলিযোগাযোগের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতকে পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে মূল সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

- ২০০২ সালের মধ্যে টেলিডেনসিসিটি ০.৮৩ শতাংশ থেকে ২০০৬-এর শেষ নাগাদ ৩.৩ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০০৪ সালের শেষ নাগাদ বিটিটিবি পুনর্গঠিতকরণ।
- বিটিটিবি বা এর উত্তরসূরি কোম্পানিকে ২০০৪ সালের শেষের দিকে বিটিআরসি কর্তৃক একটি প্রতিযোগিতামূলক লাইসেন্স প্রদান।
- ২০০৫ সালের শেষ নাগাদ টেলিযোগাযোগ নীতিমালা- ১৯৯৮ পর্যালোচনা করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন।
- ২০০৪ সালের শেষ নাগাদ একটি স্বচ্ছ ব্যাবসা-উপযোগী লাইসেন্সিং এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- ডোমেস্টিক Long Distance Fixed Service প্রদানের জন্য ২০০৫ সালের শেষ নাগাদ নতুন অপারেটরদের লাইসেন্স প্রদান।

- ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ টেলিযোগাযোগ খাতের ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণ ইত্যাদি।

এছাড়া, এই প্রকল্পের আওতায় টেলিযোগাযোগ খাতের নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হয়—

### ক) বিটিটিবি পুনর্গঠন

টেলিযোগাযোগ খাতে বিটিটিবি-র সক্ষমতা বৃদ্ধি, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি বিভাগ থেকে বিটিটিবি-কে এর পুনর্গঠন করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে কারিগরি সহায়তা প্রদান। এ ক্ষেত্রে বিটিটিবি-র (ক) এ খাতে সরকারের পরিচালনাগত এবং নীতিগত ভূমিকাকে পৃথকীকরণ (খ) সরকারি বোর্ড হিসাবে বিটিটিবি-র জন্য সুসম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে সকল প্রতিবন্ধকতা অগ্রাধিকারমূলক শনাক্তকরণ এবং অপসারণ (গ) বিটিটিবি-কে অন্যান্য বেসরকারি অপারেটরদের মতো একই ধারায় বিটিআরসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যার ফলে সমস্ত অপারেটরদের জন্য সুসম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র নিশ্চিত হয় (ঘ) টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারি ব্যয় এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

### খ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা প্রণয়নে সক্ষমতা জোরদারকরণ

কেবল মাত্র বিটিটিবি-র পুনর্গঠন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা প্রণয়নে সক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে না। উপরন্তু, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় আর বিটিটিবি এর উপর সরাসরি তদারকির করতে পারবে না। এ খাতে সরকারের পরিচালনাগত এবং নীতিগত ভূমিকাকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন কার্যকারিতাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক মানের নীতিমালা প্রণয়নের এবং আন্তর্জাতিক মানের কৌশল প্রণয়নের সক্ষমতা



অর্জন করা। WTO এর টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং চুক্তি স্বাক্ষর।

## বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-র গঠন

কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচেষ্টাকে সম্প্রসারিত করা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাকে সর্বজনীন করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা ও সামাজিক পরিস্থিতিতে সুসংহত করা। দেশের বিরাজমান বাস্তবতা ও পরিবেশে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য যুক্তিসংগত ব্যয়ে নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করাও কমিশন গঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও তার অবসান, প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারমুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সেই লক্ষ্যে কমিশনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিসম্পন্ন ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নগামী টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির নিত্য নতুন সেবার প্রবর্তন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেলিযোগাযোগ-খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের, বিশেষ করে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিকদের দেশে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যবসাস্থল স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে। টেলিযোগাযোগ আইনে কমিশনের বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে। এর মধ্যে দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ। এ ছাড়া রয়েছে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকের উপর আরওপিত চার্জ নির্ধারণ, সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং মান সংক্রান্ত বিষয়ে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তাঁদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, সেবা প্রদানকারীর পক্ষ থেকে বিদ্যমান অথবা পীড়নমূলক

বা বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং গণবিরোধী কার্যকলাপ দূরীকরণে কমিশন দায়বদ্ধ।

কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ৬ (৯) উপধারায় কমিশন এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহরের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত আইনে কমিশন কর্তৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ও অধিকারে রাখায়, হস্তান্তরের ক্ষমতা, চুক্তি সম্পাদনের অধিকার এবং টেলিযোগাযোগ আইনের ভিত্তিতে অন্যান্য কার্য সম্পাদন ও উদ্যোগ গ্রহণ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা, কার্যাবলি, দায়িত্ব ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি বিটিআরসিতে স্থানান্তরিত হয়। একজন চেয়ারম্যান ও চার জন কমিশনারকে নিয়ে ২০০২ সালের ৩১শে জানুয়ারি বিটিআরসি তার কার্যক্রম শুরু করে।

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে দূরীভূত করে একটি প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারমুখী ব্যবস্থার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবগঠিত BTRC-এর নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি উপলব্ধি করে বিটিআরসি-র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য Strengthening the Regulatory Capacity of BTRC এবং Strengthening the Institutional Capacity of BTRC শীর্ষক দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তার Strengthening the Regulatory Capacity of BTRC প্রকল্পটি প্রধানত দুটি মূল উপাদানে বিভক্ত করা হয় যথা:



## বিটিআরসি-র এর রেগুলেটরি সক্ষমতা জোরদারকরণ

এই প্রকল্পের আওতায় বিটিআরসি-র নিয়ন্ত্রক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত মানদণ্ডসমূহকে বিবেচনা করা হয়।

ক) যুগোপযোগী ট্যারিফ নির্ধারণ, স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা, লাইসেন্সিং, সুসম প্রতিযোগিতা নিশ্চিত, সর্বজনীন অ্যাক্সেস, কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তিগত মানদণ্ড প্রস্তুতকরণ, মামলা নিষ্পত্তি, কারিগরি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রবিধান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।

খ) দেশের আইসিটি-খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন (ccTLD) অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং কনভারজেন্স এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা

গ) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আইসিটি-খাত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

ঘ) একটি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি স্থাপন, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট -সহ তথ্য সংগ্রহ, প্রচার এবং বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা সম্বলিত সরঞ্জামাদি স্থাপন করা।

## তরঙ্গ/স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট এবং মনিটরিং সিস্টেম (এসএমএমএস) শক্তিশালীকরণ

স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং সিস্টেম (এসএমএমএস) আধুনিকায়নের আওতায় নিম্নলিখিত মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়।

ক) দেশের সীমিত তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি Spectrum Allocation plan প্রণয়ন এবং স্পেকট্রাম ব্যবহারের একটি ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ।

খ) দেশের স্পেকট্রাম ব্যবহার পর্যালোচনা করে স্পেকট্রাম মূল্য নির্ধারণে গাইডলাইন প্রণয়ন।

গ) স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট এবং মনিটরিং সমস্যা মোকাবিলায় বিটিআরসি কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (এসএমএমএস) ক্রয় ও বাস্তবায়ন।

## Strengthening the Institutional Capacity of BTRC প্রকল্পের আওতায় বিটিআরসি-র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

United Nations Development Programme (UNDP) সাহায্যপুষ্ট এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিটিআরসি-র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়-

ক) টেলিযোগাযোগ আইন, প্রবিধান, মানদণ্ড বাস্তবায়ন করার জন্য একটি Regulatory Information System স্থাপন করার মাধ্যমে এ খাতের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে সঠিক দিকে পরিচালিত করা।

খ) স্বল্পখরচ ও সময়ের মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরেরসমূহের নেটওয়ার্কের আন্তঃসংযোগ সহজীকরণ এবং সমন্বয়যোগ্য ও গুণগত QoS নিশ্চিতকরণ।

গ) বিটিআরসি-র স্টেক হোল্ডারদের নেটওয়ার্কিং শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে BTRC কে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান।

ঘ) টেলিযোগাযোগ খাতের কর্মক্ষমতার লক্ষ্য সহজে অনুধাবন করার জন্য এ খাত সংশ্লিষ্ট পলিসি ও বিদ্যমান সাধারণ লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া (Generic Licensing Requirement) পুনর্মূল্যায়ন ও পরিবর্তন।

ঙ) এই প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বিটিআরসি-র স্টার্টআপ ফেজকে শক্তিশালী করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমে এ খাতের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সরকারি ও বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে সকলের অংশগ্রহণের সেতু বন্ধন প্রস্তুত করে ডিজিটাল বিভাজন দূর করা।



## বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর বর্তমান কার্যক্রম

কমিশন বর্তমানে ০১(এক) জন চেয়ারম্যান, ০১(এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ০৩(তিন) জন কমিশনার এর নেতৃত্বে তাঁর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। নিম্নে তাঁদের তথ্য উপস্থাপন করা হলো—

কমিশনারদের নাম	পদবী
জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার	চেয়ারম্যান
জনাব সুব্রত রায় মৈত্র	ভাইস-চেয়ারম্যান
প্রকৌ. মো. মহিউদ্দিন আহমেদ	কমিশনার (ইএন্ডও)
জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন	কমিশনার (এলএল)
প্রকৌ. এ.কে.এম. শহীদুজ্জামান	কমিশনার (এসএম)

প্রতিষ্ঠা পরবর্তী এবং বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সর্বমোট ০৬(ছয়)টি বিভাগ, ০১(এক)টি ডিরেক্টরেট এবং ০১(এক)টি উইং এর মাধ্যমে তার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। নিম্নে বিভাগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

### প্রশাসন বিভাগ

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, আইটি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা, ভান্ডার ব্যবস্থাপনা, প্রটোকল সেবা, ডেসপাস নিয়ন্ত্রণ এবং কমিশনের অন্য বিভাগসমূহের প্রশাসনিক চাহিদা মিটানো-সহ কমিশনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

### জনবল

বছর	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	নিয়োগপ্রাপ্ত পদের সংখ্যা
২০০১-২০০২	৪০	২৬
২০০২-২০০৩	৪১	৩৭
২০০৩-২০০৪	৪১	৩৬
২০০৪-২০০৫	৪১	৩৪
২০০৫-২০০৬	৪১	৩৪
২০০৬-২০০৭	৪১	৩৪
২০০৭-২০০৮	৪১	৩৪
২০০৮-২০০৯	৪১	৩৪
২০০৯-২০১০	৩৬৯	১৬৯
২০১০-২০১১	৩৬৯	১৬৫
২০১১-২০১২	৩৬৯	২২৬
২০১২-২০১৩	৩৬৯	২১৯
২০১৩-২০১৪	৩৬৯	২৬৬
২০১৪-২০১৫	৩৬৯	২৫৬
২০১৫-২০১৬	৩৬৯	২৯৪
২০১৬-২০১৭	৩৬৯	২৯১
২০১৭-২০১৮	৩৬৯	২৪৮
২০১৮-২০১৯	৪৫৫	৩১২
২০১৯-২০২০	৪৫৫	৩৩৬
২০২০-২০২১	৪৫৫	৩৮২





## বিটিআরসি-র বিভাগীয় অফিস সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবিত জনবল

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠার শুরু হতেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর, পিএসটিএন অপারেটর এবং অন্যান্য টেলিকম প্রতিষ্ঠানকে ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ দিয়েছে এবং সময়ে সময়ে স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরিভিত্তিক সর্বমোট সেবা সংক্রান্ত ২৮৮৬ (দুই হাজার আটশত ছিয়াশি)টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। লাইসেন্সধারী এ সকল

প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিটিআরসির কার্যাবলি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বিটিআরসি দেশের ০৫(পাঁচ) টি অঞ্চলে (চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়া) ০৫(পাঁচ) টি ফিল্ড মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করেছে যার যাবতীয় কার্যাবলি বিটিআরসি-র প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। টেলিকম সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে এবং সঠিক সময়ে সঠিক সেবা নিশ্চিত করার নিমিত্ত কমিশন হতে

ইতোমধ্যে দেশের ০৮(আট)টি বিভাগে বিটিআরসি বিভাগীয় অফিস স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণ নিজ নিজ এলাকা থেকে টেলিকম সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি অধিকতর সহজ এবং নিবিড় হবে। এছাড়াও স্টেকহোল্ডারগণ স্বল্প সময়ে তাঁদের কাজিকত সেবা প্রাপ্ত হবেন। এ লক্ষ্যে কমিশন হতে বিটিআরসির বিভাগীয় অফিস স্থাপনের নিমিত্ত নিম্নোক্ত জনবলের তালিকা ইতোমধ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে—

বিবরণ	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	খুলনা	বরিশাল	রাজশাহী	রংপুর	ময়মনসিংহ	সর্বমোট প্রস্তাবিত জনবল সংখ্যা
প্রস্তাবিত জনবল	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৩২০

## আগারগাঁওস্থ প্রশাসনিক এলাকায় কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ জমিতে

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য গত ১৫/০৭/২০০৮ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় প্লট নং-“ই-৫/এ” এর ১ একর জায়গা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত উক্ত জায়গায় কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প’ শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে প্রকল্পটি গত

১০/০৮/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২৬৫.২৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ১লা এপ্রিল’২০১৮ হতে ৩১শে ডিসেম্বর’ ২০২০ পর্যন্ত। বাস্তবায়নামূলক কমিশনের নিজস্ব ভবনটি ২টি পূর্ণ ও ১টি সেমি বেইজমেন্টসহ ১২ তলা ভবন হবে যার মোট ফ্লোর স্পেস ৩৯৫২০.৬২ বর্গমিটার (৪,৬৬,২৬০ বর্গফুট)। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রশাসনিক আদেশের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি ও গণপূর্ত

অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করেছে। “TCEL-NDE Joint Venture” নামক প্রতিষ্ঠানটি ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

- “TCEL-NDE Joint Venture” প্রতিষ্ঠানটি কার্যাদেশ পাওয়ার পর সাইট পরিষ্কার করে প্রকল্পের মূলধারা কাজের ৪১৬ টি Shore Pile এর কাজ এবং মাটি কাটার কাজ সম্পাদন করেছে। পরবর্তীতে পুরো প্রকল্প জায়গার raft foundation এর কাজ সম্পাদন করেছে। প্রকল্পের জায়গার raft foundation এর ঢলাইয়ের পরে Basement-1 Roof,

Basement-2 Roof এবং Semi Basement Roof ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জায়গার Semi Basement Roof ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্নের পরে Ground Floor Roof ঢালাইয়ের কার্যক্রম গত ০৭/০১/২০২০ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে কাজের অগ্রগতির

ধারাবাহিকতায় গত ২৫শে জুন ২০২০ তারিখে Fourth Floor Roof ঢালাইয়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত ৬০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে পুরোটাই প্রকল্পের কাজের জন্য ছাড়করণ হয়। কাজেই



আরএডিপি-তে বরাদ্দের বিপরীতে ৪৬১৪.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের বিপরীতে খরচের শতকরা ৭৭.১১%। প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ কাজের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সকল

কার্যসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি শতকরা ৪০ ভাগ (৪০%)। কমিশনের নিজস্ব ভবনের কতিপয় আর্কিটেকচারাল ভিউ নিম্নরূপ-



## অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

কমিশনের শুরুতে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখা বলে আলাদা কোনো শাখা ছিল না, প্রশাসন বিভাগের সাথে প্রশাসন ও হিসাব বিভাগ নামে কার্যক্রম পরিচালনা করত। ২০০৮ সালে কাজের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে কমিশন অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখাতে রূপান্তর করে। পরবর্তীতে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখার কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে কমিশন গত ১০/০২/২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখাকে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগে উন্নীতকরণ করে।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ বিভাগ কমিশনের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন, টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি অপারেটর হতে রাজস্ব আদায়, ব্যাংক ও তহিবল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বেতনভাতাদি নির্ধারণ ও পরিশোধ, ভ্রমণ সংক্রান্ত বিল প্রস্তুত ও পরিশোধ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দাবিকৃত বিল পরিশোধ, সরকারি কোষাগারে চালানের মাধ্যমে আয়কর, ভ্যাট এবং উদ্বৃত্ত অর্থ জমা দেওয়া, আয়-ব্যয়ের বিবরণী, নগদ প্রবাহ এবং ব্যালেন্সশিট প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

## সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান টেলিযোগাযোগ খাতকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত

করা এবং এই খাতে গ্রাহকদের অধিকার সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়নে বিটিআরসি ইতোমধ্যে একটি জনবান্ধব সংস্থা হিসেবে দেশে এবং বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগ ও মূল্য সংযোজিত সেবা (Value Added Services) এবং যুগোপযোগী ট্যারিফ অনুমোদনের মাধ্যমে কমিশনের সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ এ খাতকে সময়ের সাথে তাল রেখে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগ টেলিকম অপারেটরদের সার্ভিস মনিটরিং, মার্কেট কমিউনিকেশন, প্রমোশনাল কার্যক্রম মনিটর, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/দপ্তর এর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রক্ষা, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দেশব্যাপী এসএমএস প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশাবলি ও নিয়মাবলি প্রণয়নের মাধ্যমে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলা, নতুন নতুন সেবার প্রবর্তন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরি করা সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের কার্যবলির অন্তর্ভুক্ত। টেলিযোগাযোগ খাতের লাইসেন্সধারী, ভেঞ্চার এবং তৃতীয় পক্ষীয় সেবাদাতা ও গ্রাহক তথা টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভূত বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি এই বিভাগ হতে করা হয়। টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা-সমূহের (ITU, APT, CTO, ICANN, GSMA ইত্যাদি) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা-সহ সভা, সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার, ফোরাম ইত্যাদি পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের

বিষয়ে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ থেকে কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

## ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ

টেলিকম সেক্টরের বিভিন্ন সিস্টেম স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং এর সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ (ইএন্ডও) বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অপারেটরগণের পরিচালনা ব্যবস্থা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ, অপারেটরগণের প্রতিবেদন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশদানের মাধ্যমে এ বিভাগ লাইসেন্সিং নীতিমালার কারিগরি প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে। ইএন্ডও বিভাগ গেটওয়ে অপারেটর এবং এএনএস (ANS) অপারেটরগণের ভয়েস ও ডাটা ট্রাফিক এবং ব্যান্ডউইথ বন্টন পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ রাজস্ব আদায়ে কমিশনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। কোয়ালিটি অব সার্ভিস (QoS) এর মানদণ্ড নির্ধারণ, লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদত্ত সেবার মান পরিবীক্ষণ এবং উক্ত মান যাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মানের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা ইএন্ডও বিভাগ নিশ্চিত করে থাকে। এ ছাড়া, মানবদেহ এবং পরিবেশের উপর BTS এবং High Frequency/তে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি হতে ক্ষতিকারক EMF এর Exposure এর বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন এবং Radiation পরিমাপের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কলসেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য ইএন্ডও বিভাগ এর নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন অপারেটরের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে

Web Based Interactive GIS Map প্রস্তুতির কাজ ইএন্ডও বিভাগ সম্পন্ন করেছে। এ বিভাগ টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিষয়ক নির্দেশনা জারি করে এবং আন্তঃসংযোগ বিষয়ক বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকে। এই বিভাগ নন-রেডিয়ো যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান করে। এছাড়াও ইএন্ডও বিভাগ বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সূচক নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশনস্ বিভাগ টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নম্বর বা সংখ্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন গেটওয়ে এবং ANS অপারেটরদের প্রয়োজনানুযায়ী নম্বর বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এ বিভাগ দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামো নির্মাণ পর্যবেক্ষণ এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে।

## স্পেকট্রাম বিভাগ

নিত্যনতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে বর্তমান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় খুব দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, একই সাথে গ্রাহকদের মোবিলিটি, উচ্চতর ডাটারেট-এর চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্ডের তরঙ্গ। দেশে বিভিন্ন তরঙ্গ ব্যান্ডের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চাহিদা, নতুন নতুন তরঙ্গকে ব্যবহারযোগ্য করা ও বরাদ্দের নীতিমালা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্টি, সঠিক ও দ্রুত কার্য সম্পাদনের জন্য এর আধুনিকায়নের বিষয়ে স্পেকট্রাম বিভাগ শুরু থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কাজ করে আসছে। কেননা এর উপরেই বহুলাংশে নির্ভর করছে টেলিযোগাযোগ খাতের ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ।

এছাড়াও একটি উন্নত ও কার্যকর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সৃষ্টি পরিকল্পনা এবং একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নির্ভর বেতার তরঙ্গ নীতিমালা যা এ খাতকে সম্প্রসারণ করবে এবং বিনিয়োগ নির্ভর পরিবেশ সৃষ্টি করবে। বর্তমানে স্পেকট্রাম বিভাগ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি অত্যন্ত সুচারুভাবে পালন করে আসছে।

বর্তমানে বিভিন্ন রেডিয়ো সার্ভিসের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দের পাশাপাশি এই বিভাগ থেকে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও স্বয়ংক্রিয় স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

তরঙ্গ একটি অতি মূল্যবান ও সীমিত জাতীয় সম্পদ। এর সৃষ্টি ও যথাযথ ব্যবহার খুবই জরুরি। তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সৃষ্টি তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়যোগী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা- এ দুইটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিটিআরসি-র স্পেকট্রাম বিভাগের অধীনে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখার মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই শাখার অধীন ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় ফিল্ড মনিটরিং স্টেশন রয়েছে। এ ছাড়া, ঢাকার বাহিরে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়ায় আরও ০৫ টি ফিল্ড মনিটরিং স্টেশন রয়েছে। এ ০৬ টি ফিল্ড মনিটরিং স্টেশন ছাড়াও সামগ্রিক তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সহজতর ও প্রতিবন্ধকতা নিরসন কার্যক্রম সুচারু এবং গতিশীল করার নিমিত্তে আরও ০৫ টি মোবাইল মনিটরিং স্টেশন ও ০১ টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন রয়েছে। এই ১২ টি মনিটরিং স্টেশন এর সাহায্যে ২০ মেগাহার্টজ থেকে ৩ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়। ২০০৯ সালে “স্ট্রেংদেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি”- শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ স্টেশনগুলো স্থাপন করা হয়। ৩১শে

ডিসেম্বর, ২০০৯ এ প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। ২০০৯ সাল ও তৎপরবর্তী সময়গুলোতে সরকারি, বেসরকারি-সহ বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী ও ব্যবহারীর অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। স্থাপিত স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের সাহায্যে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন- মোবাইল ফোন অপারেটর, এফএম অপারেটর, বিডব্লিউএ অপারেটর, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যাসমূহের সমাধান করা হচ্ছে। এর ফলে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা ও তরঙ্গ বরাদ্দকরণ পরবর্তী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসমূহ সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হচ্ছে।

তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর নিমিত্ত ২০১৭ সালে ১০ (দশ) টি হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল মনিটরিং যন্ত্রের মাধ্যমে ৯ কিলোহার্টজ থেকে ৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও দিক নির্ণয় করা যায়। ২০১৮ সালে Ministry of Science And ICT, Republic of Korea এর আওতাধীন CRMS (Central Radio Management Service) নামক সরকারি সংস্থা ২০১৯ সালের Aid হিসেবে বিটিআরসি-র অনুকূলে ০১ টি ফিল্ড মনিটরিং স্টেশন এবং ০২টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন প্রদানের জন্য বিটিআরসিকে মনোনীত করেছে। উক্ত মনোনয়নের আওতায় অক্টোবর ২০১৯ সালে CRMS প্রতিষ্ঠানটি বিটিআরসি কার্যালয়ে ০১ (এক) টি ফিল্ড মনিটরিং স্টেশন স্থাপন-সহ ০২ (দুই) টি হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস বিটিআরসি-র অনুকূলে হস্তান্তর করে। এর মাধ্যমে ২০ মেগাহার্টজ থেকে ০৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ

পরিবীক্ষণ ও দিক নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এই যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার করে যে-কোনো স্থানে খুব সহজেই তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ ও কাজক্ষিত তরঙ্গের উৎস শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। হ্যান্ডহেল্ড যন্ত্রপাতিসমূহের কারণে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখায় সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিটিআরসি-র বিদ্যমান স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট ও মনিটরিং সিস্টেমটি আধুনিকায়নের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

## লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগ মূলত লিগ্যাল এবং লাইসেন্সিং এই ০২ (দুই) শাখা নিয়ে গঠিত। লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগ এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক এবং লিগ্যাল শাখা ও লাইসেন্সিং শাখা এর দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে পরিচালক (লিগ্যাল) ও পরিচালক (লাইসেন্সিং)। লাইসেন্সিং শাখা বিভিন্ন প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে লাইসেন্সিং গাইডলাইন প্রণয়ন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে। লিগ্যাল শাখা কমিশন এর পক্ষে অথবা বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, গাইডলাইন/লাইসেন্স এ বর্ণিত বিধানাবলি এর বিষয়ে জটিলতা নিরসনে আইনগত মতামত ও ব্যাখ্যা প্রদান এবং আইন সংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে।

## লিগ্যাল শাখা

লিগ্যাল শাখা কমিশনের আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কমিশনের সকল বিভাগের কার্যক্রম হতে উদ্ভূত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়-আইনি পরামর্শ প্রদান, প্রস্তাবিত চুক্তির আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিযোগ শুনানি, কারণ দর্শানোর নোটিশ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্ এবং লাইসেন্সসমূহের খসড়া প্রণয়ন এ সরকারকে সহায়তা করা, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সূপ্রীমকোর্ট-সহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রবিধানমালা-বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন, কমিশনের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রয়োজনীয় আইনগত মতামত প্রদান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও এতৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, প্রবিধান, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের

ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেটিং ও মতামত প্রদান, লাইসেন্সধারীদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তি, মামলার বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ল-ফার্ম এবং সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, আইনজীবী নিয়োগ, Affidavit তৈরি, মামলার তদন্ত সম্পন্ন করত FRT/Chargesheet তৈরি, সারাদেশে বিভিন্ন থানায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ দায়েরকৃত মামলাসমূহে VoIP যন্ত্রপাতি শনাক্তকরণ, দেশের বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত FRT/Chargesheet দাখিল এর অনুমোদন প্রদান ইত্যাদি সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

## বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর সংশোধনীসমূহ

দেশের স্বার্থ ও টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ বিভিন্ন সময় সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধনীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ-

সংশোধন	অধ্যাদেশ/ আইন	কার্যকারিতা/মেয়াদকাল
১ম সংশোধন	২০০৫ সনের ১নং অধ্যাদেশ	অধ্যাদেশটি ২০০৬ সনের ৭নং আইন দ্বারা রহিত হয়। মেয়াদকাল ছিল ১০-১২-২০০৫ পর্যন্ত।
২য় সংশোধন	২০০৬ সনের ৭নং সংশোধন আইন	মেয়াদকাল ১১-১২-২০০৫ হতে অদ্যাবধি।
৩য় সংশোধন	২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ	মেয়াদকাল ২২-১২-২০০৮ হতে ২৪-০২-২০০৯ পর্যন্ত ছিল। বাংলাদেশ সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-৯৩(২) এর বিধান মোতাবেক সংসদের ১ম অধিবেশনে উপস্থাপিত না হওয়ায় অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়।
৪র্থ সংশোধন	২০১০ সনের ৪১ নং আইন	মেয়াদকাল ০১-০৮-২০১০ হতে অদ্যাবধি।



## লাইসেন্সিং শাখা

লাইসেন্সিং ডাইরেক্টরেট কমিশনের পক্ষে প্রতিনিয়ত ওপেন লাইসেন্সিং পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সইস্যু-সহ কলসেন্টার রেজিস্ট্রেশন, আবার সরকারের অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতেও লাইসেন্স ইস্যুর কাজ সম্পন্ন করেছে। নতুন লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র উপস্থাপন, আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন, পরিদর্শন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, পুনর্বেধকরণ, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, সমপর্ণ, সংশোধন, পরিবর্তন, একীভূতকরণ, লাইসেন্সের শর্তাবলি সংশোধন এবং লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনসহ লাইসেন্সিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে কমিশন আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান এর লক্ষ্যে The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedur) Regulations, 2004 (BTRC Regulation No. 1 of 2004) প্রণয়ন করা হয়। বর্ণিত লাইসেন্সিং রেগুলেশন অনুযায়ী কমিশন হতে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে এবং ওপেন লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

## এনফোর্সমেন্টে অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

টেলিযোগাযোগ খাত বাংলাদেশে একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল এবং সম্ভাবনাময় খাত।

বিটিআরসির নিরলস এবং চৌকস প্রচেষ্টার দরুন জাতীয় রাজস্ব আহরণে টেলিযোগাযোগ খাত সর্বোচ্চ পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি সচল রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ খাতের কলেবরও বৃদ্ধি পাচ্ছে বহুগুণে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সেक्टरে শৃঙ্খলা ও সুশাসন বজায় রাখতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্টে অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ ভূমিকা পালন করে চলেছে—

- অবৈধভাবে কল টার্মিনেশনসহ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধ,
- অনুমোদনহীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর স্থাপনা শনাক্তকরণ ও তাদের কার্যক্রম বন্ধকরণ,
- অবৈধভাবে সিম/রিম রেজিস্ট্রেশন বন্ধ ও তদারকিকরণ,
- অবৈধ মোবাইল ফোন-সহ বেতার যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণকরণ,
- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে বিধিবিহীন কার্যক্রমের জন্য জরিমানা আরোপ-সহ অন্যান্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, ইত্যাদি।

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ডাইরেক্টরেট হিসেবে এনফোর্সমেন্টে অ্যান্ড ইন্সপেকশন সরাসরি বিটিআরসি-র চেয়ারম্যান মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের সকল নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়কারী সংস্থার মধ্যে বিটিআরসি সর্বোচ্চ

রাজস্ব আদায়কারী শাখা হিসাবে বিগত একযুগ ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম বজায় রেখে চলেছে। বিটিআরসি-র আয়ের প্রধান উৎস হলো মোবাইল, পিএসটিএন, আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স, আইআইজি, আইএসপি ও ভিসিটিএস সহ বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরসমূহের নিকট হতে লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং এবং স্পেকট্রাম চার্জ ও সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আদায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অপারেটরসমূহের সাথে যোগাযোগ/চিঠিপত্র আদান-প্রদান-সহ যাবতীয় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এ বিভাগ পালন করে থাকে।

## "ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল" এর কার্যক্রম ও পরিকল্পনা

টেলিযোগাযোগখাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিটিআরসি-র লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল অপারেটরসমূহের স্থাপিত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সিস্টেম সমূহের সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনাকরণ-সহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো পরিস্থিতিতে সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিটিআরসি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, বিটিসিএল, এমটব, সকল মোবাইল অপারেটর, আইআইজি ফোরাম, আইএসপিএবি, ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (NIX) এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে BTRC-CSIRT (BTRC-Cyber Security Incident Response Team) গঠন করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সার্টটি আইটি অডিট পরিচালনা, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ সাইবার অ্যাটাক পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন

ক্ষতিকর সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট পর্যবেক্ষণ, টেলিযোগাযোগ তথ্য এবং তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Malware-নিয়ন্ত্রণ, অননুমোদিত অ্যাক্সেস (Through Social Engineering) বা অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে ইতিবাচক সুবিধার পাশাপাশি এর অপব্যবহারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের জীবনকে যেমন সহজ ও গতিশীল করেছে, অন্যদিকে এর অনৈতিক ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক অবক্ষয়ের এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসকল ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, সামাজিক মূল্যবোধবিরোধী, স্পর্শকাতর রাজনৈতিক, পর্ণগ্রাফিক কন্টেন্ট, অনলাইন গেমিং, অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয়বিষয়ে উস্কানিমূলক ও উগ্রবাদী কন্টেন্ট-সহ বিভিন্নরকম আপত্তিকর কন্টেন্ট শনাক্তকরণ এবং তা প্রতিরোধে বিটিআরসি কর্তৃক “ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল” গঠন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত সেল এর প্রস্তাবিত জনবল নিম্নরূপ—

ক্রমিক নং	পদের নাম	বিবরণ	মন্তব্য
০১	পরিচালক	০১ (এক) জন	প্রস্তাবিত
০২	উপপরিচালক	০৪ (চার) জন	প্রস্তাবিত
০৩	সি. সহকারী পরিচালক	০৯ (নয়) জন	প্রস্তাবিত
০৪	সহকারী পরিচালক	০৭ (সাত) জন	প্রস্তাবিত

উপর্যুক্ত জনবল সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষামান রয়েছে। বর্তমানে বিটিআরসি-র নিজস্ব জনবল হতে ১০ (দশ) জনের মাধ্যমে “অ্যাডহক-ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল” এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ হতে সরকার বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কন্টেন্ট অপসারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত কন্টেন্টসমূহ পর্যালোচনা করে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক উক্ত কন্টেন্টসমূহ অপসারণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ তথা— গুগল, ফেসবুক, টিকটক, লাইকি, ইমো, হোয়াটস অ্যাপ কর্তৃপক্ষের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

কমিশনের ২৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক “ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল” গঠন করা হয়, যা বিটিআরসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও মহাপরিচালক (এসএস) এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

## মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশনস উইং

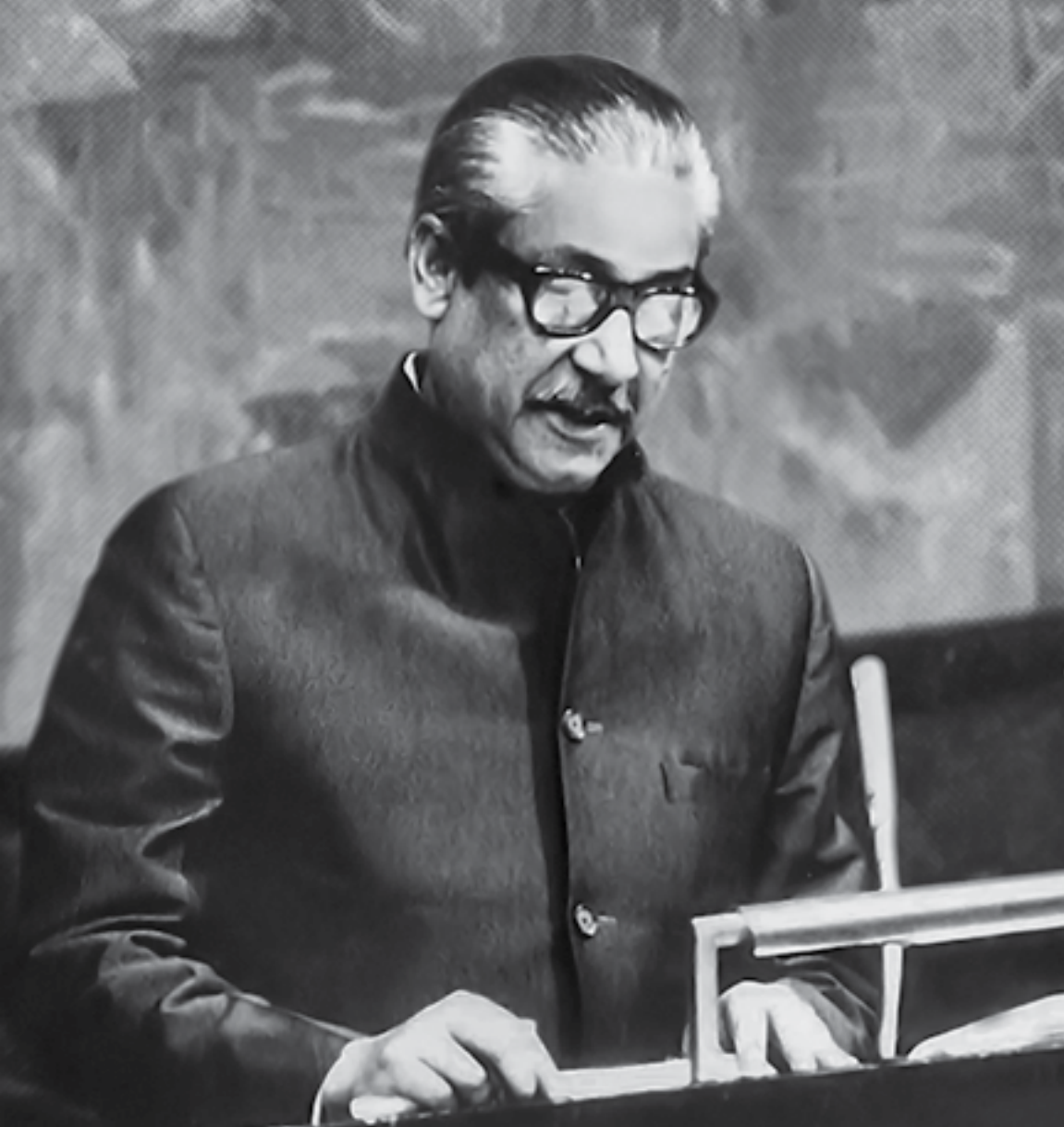
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং জনগণের মধ্যে কার্যকর ও অব্যাহত যোগাযোগ স্থাপন মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশনস উইংয়ের প্রধান দায়িত্ব। কমিশনের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশনস উইং কমিশনের কর্মকাণ্ড ও নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরা-খবর সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার দায়িত্ব পালন করে চলছে। এই উইং বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম এবং নিউজ এজেন্সির সাথে সমন্বয় করে কাজ করে। কমিশনের জনসংযোগ শাখা হিসেবেও এটি কাজ করে থাকে। দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের সম্ভাবনা ও সফলতার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বিটিআরসি-র কার্যক্রম এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সংবাদ পৌঁছে দিতে এ উইং বদ্ধপরিকর।

## বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক	পরিকল্পনা
১	৫ম প্রজন্মের ৫জি/ ফাইভ জি মোবাইল সেবা চালুকরণ
২	টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণ
৩	প্রাস্তিক পর্যায়ে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্প্রসারণ
৪	ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল গঠন ও শক্তিশালীকরণ
৫	ইউনিফাইড লাইসেন্সিং গাইডলাইন
৬	আইএলডিটিএস পলিসি, ২০১০ আধুনিকায়ন
৭	জাতীয় ব্রডব্যান্ড পলিসি, ২০০৯ আধুনিকায়ন







জাতিসংঘের ২৯ তম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবারের মতো বাংলায় বক্তৃতা করেন। সেই হিরণ্ময় ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন - “বাংলাদেশের মতো যেই সব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেবল তাহাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে, মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি” (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)।



## সকল সম্মানিত চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ

কমিশনের বর্তমান  
চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান  
ও কমিশনারগণ



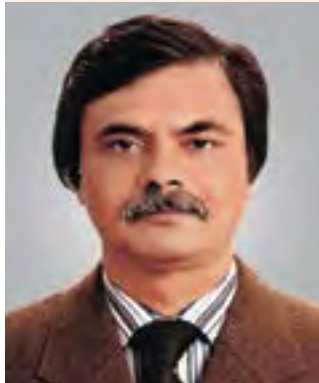
জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার  
চেয়ারম্যান  
১৪-১২-২০২০ থেকে অদ্যাবধি



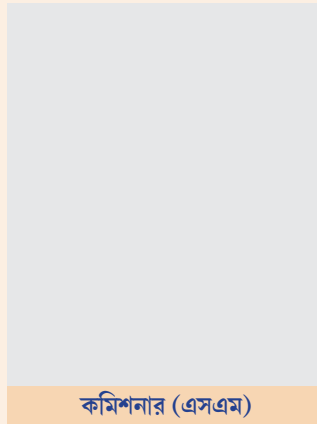
জনাব সুব্রত রায় মৈত্র  
ভাইস-চেয়ারম্যান  
৩১-১০-২০১৯ থেকে অদ্যাবধি



প্রকৌ. মো. মহিউদ্দিন আহমেদ  
৩০-০৫-২০১৯ থেকে ১৪-১২-২০১৯  
কমিশনার (এসএস) এবং কমিশনার (ইএন্ডও)  
১৫-১২-২০১৯ থেকে অদ্যাবধি



জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন  
কমিশনার (এলএল)  
১৪-১২-২০২০ থেকে অদ্যাবধি



কমিশনার (এসএম)

### কমিশনের বর্তমান সচিব



জনাব মো. নূরুল হাফিজ  
কমিশন সচিব, বিটিআরসি  
২৭-০৪-২০২২ থেকে অদ্যাবধি





জনাব মো. দেলোয়ার হোসাইন  
মহাপরিচালক (প্রশাসন)  
১৪-১২-২০১৬ থেকে অদ্যাবধি



ব্রি. জে. মো. নাসিম পারভেজ  
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
মহাপরিচালক (এসএস)  
০১-০১-২০২১ থেকে অদ্যাবধি



ব্রি. জে. মো. এহসানুল কবীর  
এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
মহাপরিচালক (ইএন্ডও)  
৩১-০৮-২০২০ থেকে অদ্যাবধি



ব্রি. জে. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান,  
পিএসসি  
মহাপরিচালক (এসএম)  
২৯-১২-২০২১ থেকে অদ্যাবধি



জনাব আশীষ কুমার কুন্ডু  
মহাপরিচালক (এলএল)  
০৩-০১-২০২১ থেকে অদ্যাবধি



জনাব মো. মেসবাহুজ্জামান  
মহাপরিচালক (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব)  
০৩-০১-২০২১ থেকে অদ্যাবধি

## কমিশনের বর্তমান মহাপরিচালকগণ



## কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যানগণ



সৈয়দ মাঈব মোর্শেদ  
৩১-০১-২০০২ থেকে  
৩০-০১-২০০৫ খ্রি.



জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুক  
৩১-০৩-২০০৫ থেকে  
১৫-০৩-২০০৭ খ্রি.



মে. জে. মনজুরুল আলম এনডিসি  
পিএসসি (অব.)  
২২-০৪-২০০৭ থেকে  
১০-০২-২০০৯ খ্রি.



মে. জে. জিয়া আহমেদ, পিএসসি  
(অব.)  
২৬-০২-২০০৯ থেকে  
০৯-০৯-২০১২ খ্রি.



জনাব সুনীল কান্তি বোস  
২৩-১০-২০১২ থেকে  
২১-১০-২০১৫ খ্রি.



ড. শাহজাহান মাহমুদ  
২৫-১০-২০১৫ থেকে  
১১-০৫-২০১৮ খ্রি.



জনাব মো. জহুরুল হক  
৩১-০১-২০১৯ থেকে  
০৪-১২-২০২০ খ্রি.



## কমিশনের সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যানগণ



জনাব এফ. কিউ. এম ফারুক  
৩১-০১-২০০২ থেকে  
৩০-০১-২০০৫ খ্রি.



জনাব এ.এম.এম. রেজা-ই-রাবিব  
০৮-০৩-২০০৫ থেকে  
০৭-০৩-২০০৮ খ্রি.



জনাব হাসান মাহমুদ দেলাওয়ার  
২১-০৫-২০০৮ থেকে  
২০-০৫-২০১১ খ্রি.



জনাব মো. গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ  
১৯-০৭-২০১১ থেকে  
১৮-০৭-২০১৪ খ্রি.



ব্রি. জে. মো. আহসান হাবিব খান (অব.)  
২৮-০৮-২০১৪ থেকে  
২৭-০৮-২০১৭ খ্রি.



জনাব মো. জহুরুল হক  
০৭-০৫-২০১৮ থেকে  
৩০-০১-২০১৯ খ্রি.



## কমিশনের সাবেক কমিশনারগণ (ইএন্ডও)



জনাব মো. রেজাউল হক  
৩১-০১-২০০২ থেকে ৩০-০১-২০০৫ খ্রি.



জনাব আলিবর্দি খন্দকার  
২০-০৬-২০০৭ থেকে ১৯-০৬-২০১০ খ্রি.



জনাব মল্লিক সুধীর চন্দ্র  
০৮-০৯-২০১০ থেকে ২৬-০৪-২০১২ খ্রি.



জনাব সালেহু আহমেদ হাকিম  
০৩-১২-২০১৩ থেকে ০২-১২-২০১৬ খ্রি.  
এবং  
০২-০২-২০১৭ থেকে ৩১-০৭-২০১৭ খ্রি.



জনাব মো. রেজাউল কাদের  
১৬-১০-২০১৭ থেকে ০৬-১২-২০১৯ খ্রি.



## কমিশনের সাবেক কমিশনারগণ (এসএম)



জনাব এ.এফ.এম.এন.এইচ. চৌধুরী  
৩১-০১-২০০২ থেকে ২৪-০২-২০০৪ খ্রি.



জনাব এস.এম. মুনীর আহমেদ  
২০-০৬-২০০৭ থেকে ৩১-০৩-২০০৯ খ্রি.



জনাব মল্লিক সুধীর চন্দ্র  
২৭-০৪-২০০৯ থেকে ০৭-০৯-২০১০ খ্রি.



জনাব এ.টি.এম. মনিরুল আলম  
০৮-০৯-২০১০ থেকে ০৭-০৯-২০১৩ খ্রি.  
এবং  
০৪-১১-২০১৩ থেকে ১৭-০৬-২০১৬ খ্রি.



জনাব মো. আমিনুল হাসান  
১৬-১০-২০১৭ থেকে ১৫-১০-২০২০ খ্রি.



প্রকৌ. এ.কে.এম. শহীদুজ্জামান  
কমিশনার (এসএম)  
১১-০১-২০২১ থেকে ২৩-০১-২০২২ খ্রি.



ন্যাম সম্মেলনের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন— “বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে” (৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩)।

## কমিশনের সাবেক কমিশনারগণ (এলএল)



জনাব খন্দকার মো. আবু বকর  
৩১-০১-২০০২ থেকে ৩০-০১-২০০৫ খ্রি.



বিচারপতি মোহা আব্দুস সালাম  
০৮-০৩-২০০৫ থেকে ০৭-০৩-২০০৮ খ্রি.



জনাব মো. মাহবুবুর রহমান  
২৪-১২-২০০৮ থেকে ২৩-১২-২০১১ খ্রি.



জনাব মো. আব্দুস সামাদ  
০৬-০৬-২০১২ থেকে ০৫-০৬-২০১৫ খ্রি.



জনাব মো. জহুরুল হক  
৩০-০৮-২০১৫ থেকে ০৬-০৫-২০১৮ খ্রি.

## সাবেক মহাপরিচালক (প্রশাসন)



জনাব অভিজিৎ চৌধুরী  
০৫-০২-২০১৩ থেকে ২০-১২-২০১৬ খ্রি.





## সাবেক মহাপরিচালক (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব)



জনাব আশীষ কুমার কুন্ডু  
১০-১১-২০২০ থেকে ০২-০১-২০২১ খ্রি.

## সাবেক মহাপরিচালকগণ (এসএস)



জনাব মো. রেজাউল কাদের  
২১-০৭-২০১০ থেকে ০৬-১২-২০১২ খ্রি.



ব্রি. জে. গোলাম মাওলা ভূঁইয়া  
এনডিসি, পিএসসি  
০৬-০১-২০১৩ থেকে ০৩-১২-২০১৪ খ্রি.



ব্রি. জে. মো. এমদাদ উল বারী  
এনডিসি, পিএসসি, টিই  
০৫-০১-২০১৫ থেকে ১১-০২-২০১৮ খ্রি.



ব্রি. জে. শাহরীয়ার আহমেদ চৌধুরী  
বিজিবিএমএস, এনডিসি, পিএসসি  
০১-০৩-২০১৮ থেকে ২৩-১২-২০১৮ খ্রি.



ব্রি. জে. এ বি এম হুমায়ুন করীর  
পিএসসি, টিই  
২৩-১২-২০১৮ থেকে ১৪-০১-২০২০ খ্রি.



ব্রি. জে. মো. মোস্তফা কামাল  
এসজিপি  
১৪-০১-২০২০ থেকে ৩১-১২-২০২০ খ্রি.

## সাবেক মহাপরিচালকগণ (এসএম)



ব্রি. জে. মো. আহসান হাবিব খান  
(অব.)  
০১-০১-২০১০ থেকে ২৬-১২-২০১৩ খ্রি.



ব্রি. জে. মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান  
পিএসসি, টিই  
০৯-০১-২০১৪ থেকে ০৬-০১-২০১৬ খ্রি.



ব্রি. জে. মো. নাসিম পাভেজ এনডিসি,  
এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
২৮-০১-২০১৬ থেকে ২২-০১-২০১৯ খ্রি.



ব্রি. জে. মো. শহীদুল আলম  
পিবিজিএমএস  
০৩-০২-২০১৯ থেকে ২৯-১২-২০২১ খ্রি.



অস্তু সমর্পণ অনুষ্ঠানে এক আবেগঘন ভাষণে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন— “আমি সব ত্যাগ করতে পারি কিন্তু  
তোমাদের ভালোবাসা ত্যাগ করতে পারি না” (৩১শে জানুয়ারি, ১৯৭২)



## সাবেক মহাপরিচালকগণ (ইএন্ডও)



কর্ণেল মো. জাকির হোসন  
০১-০৭-২০১০ থেকে ২৬-০১-২০১৪ খ্রি.



ব্রি. জে. ইকবাল আহমেদ  
এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
২৯-০১-২০১৪ থেকে ১২-০১-২০১৭ খ্রি.



ব্রি. জে. মো. মোস্তফা কামাল  
১৩-০১-২০১৭ থেকে ২০-০১-২০১৯ খ্রি.



ব্রি. জে. মো. মাহফুজুল করিম  
মজুমদার, পিএসসি  
২১-০১-২০১৯ থেকে ২৬-০৮-২০২০ খ্রি.

## সাবেক মহাপরিচালকগণ (এলএল)



প্রকৌ. এ.কে.এম. শহীদুজ্জামান  
০৯-০৮-২০১০ থেকে ১২-১১-২০১৯ খ্রি.



জনাব মো. মেসবাহুজ্জামান  
১০-১১-২০২০ থেকে ০২-০১-২০২১ খ্রি.



## সাবেক কমিশন সচিবগণ



জনাব মো. রেজাউল কাদের  
৩১-০১-২০০২ থেকে ২০-০৯-২০০২ খ্রি.



জনাব মো. আব্দুল হাকিম  
২১-০৯-২০০২ থেকে ১৫-০৪-২০০৮ খ্রি.



জনাব মো. মাহবুব আহমেদ  
২১-০৪-২০০৮ থেকে ২৬-০৫-২০১৪ খ্রি.



জনাব মোহাম্মদ রফিক আহম্মদ  
২২-০৫-২০১৪ থেকে ১৯-০৮-২০১৪ খ্রি.



জনাব মো. সরওয়ার আলম  
২১-০৮-২০১৪ থেকে ২৭-০৩-২০১৮ খ্রি.



জনাব মো. জাহিরুল ইসলাম  
২০-০৫-২০১৮ থেকে ২৭-০১-২০২২ খ্রি.



জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান  
২৩-০১-২০২২ থেকে ২৪-০৩-২০২২ খ্রি.



স্মরণিকা বিষয়ক  
উপদেষ্টা পরিষদ  
সম্পাদনা পরিষদ  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা  
কমিটি



## উপদেষ্টা পরিষদ



জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার  
চেয়ারম্যান, বিটিআরসি  
ও  
সভাপতি  
উপদেষ্টা পরিষদ



জনাব সুব্রত রায় মৈত্র  
ভাইস-চেয়ারম্যান, বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
উপদেষ্টা পরিষদ



প্রকৌ. মো. মহিউদ্দিন আহমেদ  
কমিশনার (ইএন্ডও), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
উপদেষ্টা পরিষদ



জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন  
কমিশনার (এলএল), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
উপদেষ্টা পরিষদ



প্রকৌ. এ.কে.এম. শহীদুজ্জামান  
কমিশনার (এসএম), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
উপদেষ্টা পরিষদ





জনাব সুরত রায় মৈত্র  
ভাইস-চেয়ারম্যান, বিটিআরসি  
ও  
প্রধান সম্পাদক  
সম্পাদনা কমিটি



জনাব মো. দেলোয়ার হোসাইন  
মহাপরিচালক (প্রশাসন), বিটিআরসি  
ও  
সহযোগী সম্পাদক  
সম্পাদনা কমিটি



ব্রি. জে. মো. এহসানুল কবীর  
এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
মহাপরিচালক (ইএন্ডও), বিটিআরসি  
ও  
সহযোগী সম্পাদক  
সম্পাদনা কমিটি



ব্রি. জে. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
পিএসসি  
মহাপরিচালক (এসএম), বিটিআরসি  
ও  
সহযোগী সম্পাদক  
সম্পাদনা কমিটি



জনাব আশীষ কুমার কুন্ডু  
মহাপরিচালক (এলএল), বিটিআরসি  
ও  
সহযোগী সম্পাদক  
সম্পাদনা কমিটি



ব্রি. জে. মো. নাসিম পারভেজ  
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
মহাপরিচালক (এসএস), বিটিআরসি  
ও  
সম্পাদক  
সম্পাদনা কমিটি

## সম্পাদনা পরিষদ



## মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



ব্রি. জে. মো. নাসিম পারভেজ  
এনডিসি, এএফডব্লিউডিসি, পিএসসি  
মহাপরিচালক (এসএস), বিটিআরসি  
ও  
আহবায়ক  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মো. কামরুল ইসলাম  
পরিচালক (প্রশাসন), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



বেগম রুমানা হক  
উপপরিচালক (এলএল), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব এস এম গোলাম সরোয়ার  
উপপরিচালক (ইএন্ডআই) বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব এস এম তাইফুর রহমান  
উপপরিচালক (এসএস), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মো. নাহিদুল হাসান  
উপপরিচালক (এসএস), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি







জনাব মো. জাকির হোসেন খাঁন  
উপপরিচালক (মিডিয়া), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মো. আমজাদ হোসেন  
উপপরিচালক (প্রশাসন), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মাহদী আহমদ  
উপপরিচালক (ইএন্ডও), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব সঞ্জিব কুমার সিংহ  
উপপরিচালক (এসএল), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মোহাম্মদ ফারহান আলম  
উপপরিচালক (এসএস), বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মো. হাসিবুল কবির  
উপপরিচালক (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব),  
বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি





জনাব মাহমুদুর রহমান  
সিনি. সহকারী পরিচালক (আইটি),  
বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মো. আব্দুস শাহীদ চৌধুরী,  
সিনি. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন),  
বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মুহাম্মদ জাকারিয়া ভূঁইয়া,  
সিনি. সহকারী পরিচালক (এসএম),  
বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



জনাব মো. মেহেদী হাসান,  
সহকারী পরিচালক (ইএভও),  
বিটিআরসি  
ও  
সদস্য  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি



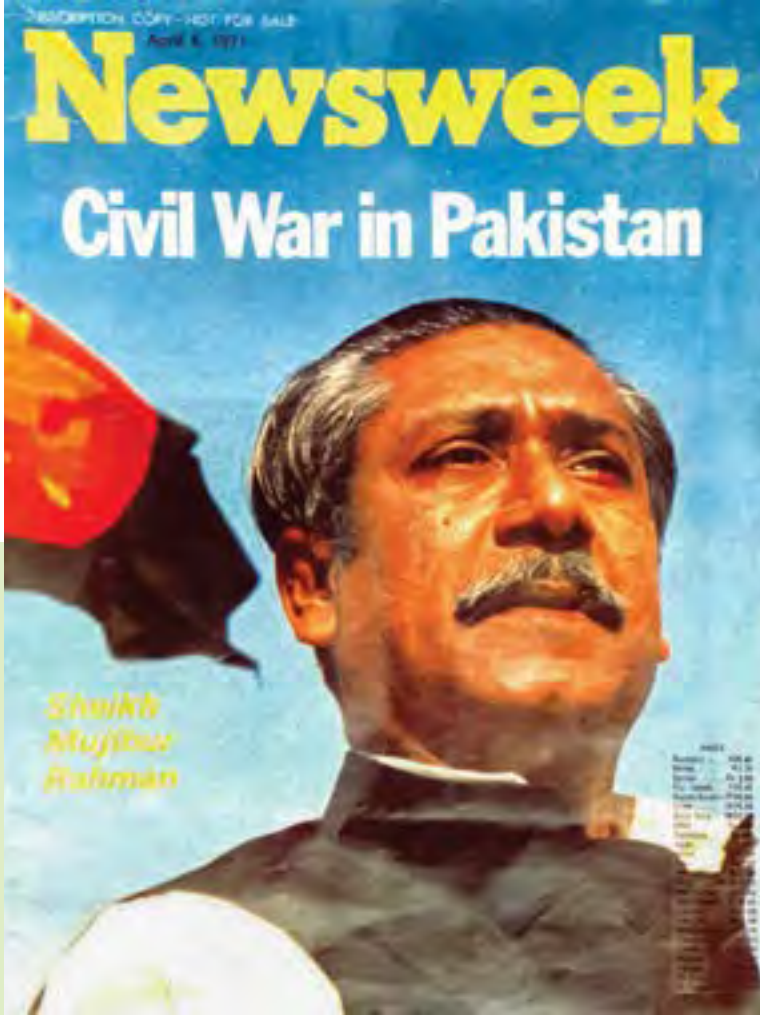
জনাব মো. নূরুল হাফিজ  
কমিশন সচিব, বিটিআরসি  
ও  
সদস্য সচিব  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা কমিটি





নয়াদিল্লীতে সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন- “আমি বিশ্বাস করি সেক্যুলারিজমে।  
আমি বিশ্বাস করি সোশ্যালিজমে” (১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২)।





টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২)



নিউজ উইক ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিউজ উইকের এই সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিকস' উপাধি দেয়া হয় (৫ই এপ্রিল, ১৯৭১)।



# বিটিআরসি কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

## ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান

বেতার তরঙ্গ সীমিত সম্পদ হলেও এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের পরিসর ব্যাপক। পৃথিবীর সকল দেশেই ইহার চাহিদা অনেক বেশি। কিন্তু একই তরঙ্গ বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হলে তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এহেন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় প্রযুক্তিভিত্তিক তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দেশেরই তরঙ্গ বরাদ্দের পরিকল্পনা থাকে। উক্ত পরিকল্পনাই ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) নামে পরিচিত। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পরে ২০০৪ সালে বিশ্ব-ব্যাংকের সহায়তা পুষ্ট “স্ট্রেংদেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি” নামক প্রকল্পের অর্থায়নে যুক্তরাজ্যভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইন্টারকানেস্ট কমিউনিকেশনস এর সাহায্যে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে এবং বেতার তরঙ্গের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক অপর একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেলিয়াস টেকনোলজি লি. এর সহায়তায় ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান সংশোধন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ সালে আইটিইউ এর বিশেষজ্ঞ

এর সহায়তায় তৃতীয়বারের মতো এনএফএপি সংস্কার করা হয়। আইটিইউ এর রেডিয়ো রেগুলেশন অনুযায়ী এনএফএপি’তে ৯ কিলোহার্জ থেকে ২৭৫ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ ব্যান্ডকে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এনএফএপিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করার মাধ্যমে তরঙ্গের যথাযথ ও যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

## কোয়ালিটি অব সার্ভিস

টেলিকম সেবার গুণগত মানোন্নয়ন এবং গ্রাহকদের উন্নত ও মানসম্মত সেবার নিশ্চয়তা প্রদানের গুরুদায়িত্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিটিআরসিকে পালন করতে হয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে টেলিযোগাযোগ সেবার বিকাশসাধন ছাড়া দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অচিস্তনীয়। উন্নত প্রযুক্তিসমেত টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট সেবার ব্যাপক প্রসারের ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে টেলিযোগাযোগ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা ও এর গ্রাহক সংখ্যা যেমন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে অন্যদিকে নিতানতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং গ্রাহক চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় মান

সম্মত ভয়েস ও ডাটা সেবার চাহিদা পূরণে বিটিআরসি নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিরলসভাবে কোয়ালিটি অব সার্ভিস সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

## কোয়ালিটি অব সার্ভিস এর সংজ্ঞা ও গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কসমূহ

কোয়ালিটি অব সার্ভিস বলতে একটি নেটওয়ার্কের আওতাধীন কিংবা কোনো একটি সেবার মাধ্যমে প্রাপ্তিক গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার ক্ষমতাকে বুঝায়। ITU-T Recommendation E.800 অনুসারে কোনো একটি সেবার ক্ষেত্রে তার গুণগতমানের সম্মিলিত প্রভাব যা গ্রাহক সন্তুষ্টির মাত্রা পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকেই কোয়ালিটি অব সার্ভিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বিটিআরসি সময়ে সময়ে মোবাইল অপারেটরদের জন্য Quality of Service (QoS) সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে। বিটিআরসি কর্তৃক সর্বশেষ মোবাইল অপারেটর, ISP, PSTN সহ অন্যান্য ANS অপারেটরদের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত একটি সমন্বিত রেগুলেশন (“The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator’s Quality of Service) Regulations, 2018”) জারি করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত

এই রেগুলেশন অনুযায়ী কলড্রপ, Data Throughput (ডাটাস্পিড), (Key Performance Indicator) এর ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য সীমা নেটওয়ার্ক কাভারেজ-সহ মোবাইল নেটওয়ার্কের অন্যান্য KPI নির্ধারণ করা আছে।

ক্রম	সূচকের মান	গ্রহণযোগ্য সীমা
১	সার্ভিস কাভারেজ	সিটি কর্পোরেশন এলাকা $\geq -৮০$ ডিবিএম অন্যান্য এলাকায় $\geq -৯০$ ডিবিএম
২	কল সেটআপ টাইম	$\leq ৭$ সেকেন্ড
৩	কল ড্রপ রেট	$\leq ২\%$
৪	কল সেটআপ সাকসেস রেট	$\geq ৯৭\%$
৫	ডাটা স্পিড	৩জি ডাউনলোড $> = ২$ এমবিপিএস ৩জি আপলোড $\geq ১২৮$ কেবিপিএস ৪জি ডাউনলোড $> = ৭$ এমবিপিএস ৪জি আপলোড $\geq ১$ এমবিপিএস

উক্ত রেগুলেশন অনুযায়ী মোবাইল অপারেটররা Data Throughput, কলড্রপ এবং অন্যান্য KPI এর মান মাসিকভিত্তিতে প্রতিবেদন আকারে বিটিআরসিতে প্রদান করছে। এছাড়া, বিটিআরসি হতে ড্রাইভ-টেস্ট Methodology নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত Methodology অনুসরণ করে বিটিআরসি ও মোবাইল অপারেটররা ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কমিশন নিম্নোক্ত ০৩ টি পদ্ধতির অনুসরণে মোবাইল নেটওয়ার্কের অবস্থা পরিমাপ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে-

(১) মোবাইল অপারেটরদের Network System থেকে Data সংগ্রহ করার মাধ্যমে।

(২) ড্রাইভ-টেস্ট পরিচালনার মাধ্যমে।

(৩) গ্রাহকগণের মতামত গ্রহণ এবং Field Survey এর মাধ্যমে।

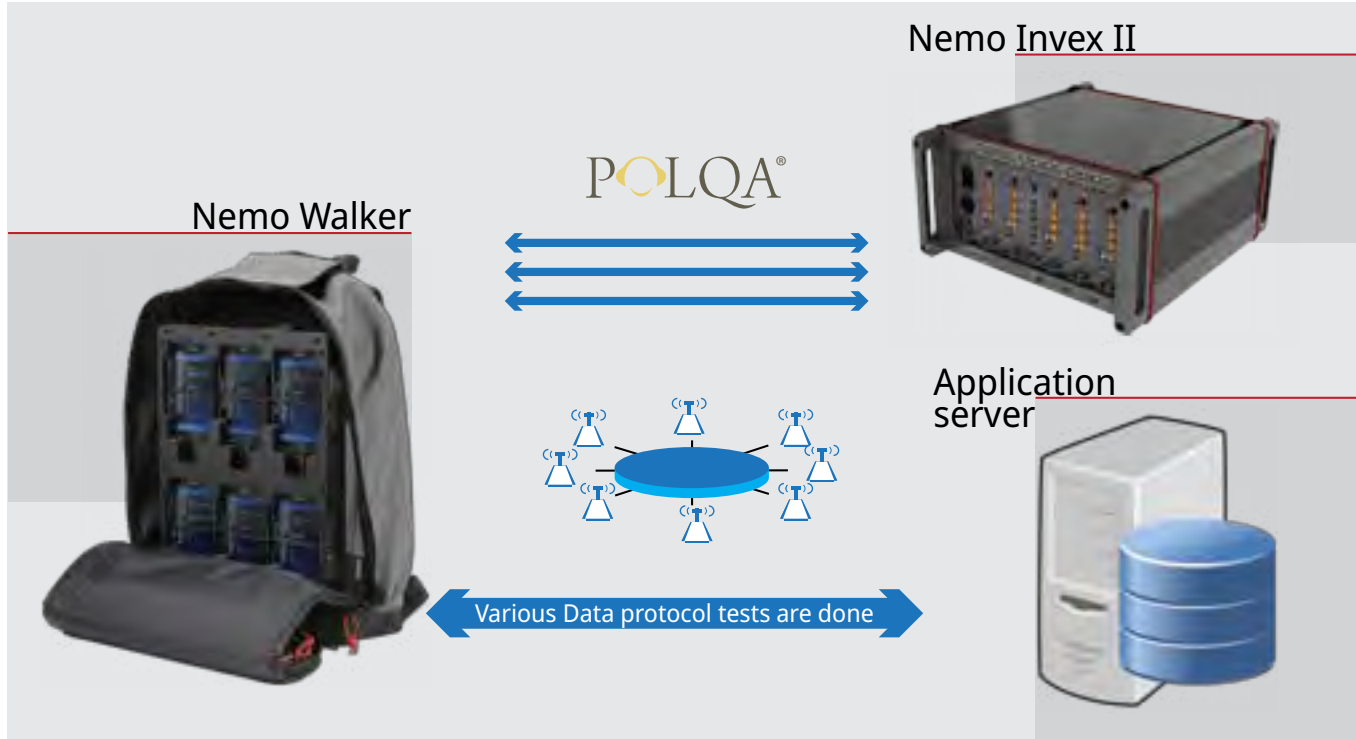
অপারেটর কর্তৃক QoS মাসিক প্রতিবেদনে দাখিলকৃত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি-র কারিগরি দল অপারেটরদের স্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অপারেটর বরাবরে নির্দেশনা প্রদান করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি শর্টকোড “১০০” ব্যবহার করে ‘Complains for Telecommunication Services (CTS)’ নামক কলসেন্টার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত শর্টকোডে গ্রাহকগণ সরাসরি কল করে অপারেটর প্রান্তে অনিষ্পন্ন অভিযোগ বিটিআরসি-র নিকট দাখিল করে এবং উক্ত সমস্যা সমাধানে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।



## বিটিআরসি-র নিজস্ব QoS পরিমাপক যন্ত্রপাতি

বিটিআরসি ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অবলম্বনে ফিনল্যান্ডভিত্তিক একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান Anite Finland Ltd. এর কাছ থেকে QoS Benchmarking, Drive Test

পরিমাপ করেছে। জনপ্রিয় বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস যেমন Facebook, Youtube ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপারেটরগণের নেটওয়ার্কের কোয়ালিটিও উক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভবপর হচ্ছে। সেবার



এবং Walk Test যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। উক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অপারেটরগণের সাহায্য ছাড়াই বিটিআরসি দেশের বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্কের কলড্রপ, Data Throughput (ডাটাস্পিড), নেটওয়ার্ক কভারেজ-সহ বিভিন্ন KPI

মানের ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণকে উক্ত ত্রুটি দূর করার নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, বিটিআরসি অপারেটরগণের সেবার মান যাচাই এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারছে।

## বিটিআরসি-র চলমান ড্রাইভটেস্ট কার্যক্রম

মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান যাচাই এর লক্ষ্যে দেশব্যাপী ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম গত ২৩শে জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখ হতে শুরু হয়েছে। চলমান এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মোবাইল নেটওয়ার্কের QoS পরিমাপের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ৩০০টির অধিক উপজেলায় ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে ভয়েস এবং ডাটা সংক্রান্ত গ্রাহকদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং গ্রাহকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হয়। মোবাইল অপারেটরদের প্রদত্ত ভয়েস ও ডাটা সার্ভিসসমূহের ব্যাপারে কোয়ালিটি অব সার্ভিস রেগুলেশনে বর্ণিত মানদণ্ড এবং ড্রাইভ টেস্ট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের আলোকে যে সকল ক্ষেত্রে অপারেটরগণ কাজিক্ত সীমার মান অর্জনে ব্যর্থ হয়, সে সকল ক্ষেত্রে অপারেটরসমূহ বরাবরে প্রয়োজনীয় সংশোধন-সহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। চলমান এই কার্যক্রমের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।



সিলেট বিভাগে ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম এর চিত্র।



রাজশাহী বিভাগে ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম এর চিত্র।





## বিটিআরসি-র QoS পরিমাপের যন্ত্রপাতির সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা

বর্তমানে গ্রাহকপ্রতি ভয়েস ও ডাটা ব্যবহার, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা ও অনেকগুণ বেড়েছে। এই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যকার ব্যবধান সংগতকারণে অনেক বেড়েছে। যার দরুন গ্রাহক প্রান্তে প্রতিনিয়ত অভাব-অভিযোগ ক্রমশ বাড়ছে। এই গ্রাহক চাহিদা পূরণ এবং অভাব-অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে দেশব্যাপী ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম চলমান রাখা আজকের দিনের সত্যিকারের বাস্তবতা। টেলিযোগাযোগ খাতের ব্যাপকতা ও তাৎপর্য বিবেচনায় গ্রাহক চাহিদা পূরণ এবং অভাব-অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে দেশব্যাপী আরও বিস্তৃত পরিসরে ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে উচ্চ প্রযুক্তিসম্মত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে QoS Benchmarking যন্ত্রপাতির সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মানসম্পন্ন টেলিকম সেবা ও গ্রাহক স্বার্থের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিটিআরসি উচ্চ প্রযুক্তিসম্মত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে QoS Benchmarking যন্ত্রপাতির সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মানসম্পন্ন টেলিকম সেবা ও গ্রাহক স্বার্থের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিটিআরসি উচ্চ প্রযুক্তিসম্মত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে QoS Benchmarking যন্ত্রপাতির সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।



## উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে টেলিযোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট ইকোসিস্টেম প্রস্তুতির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটররা অপটিক্যাল ফাইবার, টাওয়ার, কমার্শিয়াল পাওয়ার, আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃতির লক্ষ্যে এনটিটিএন লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে। এছাড়া, টাওয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত লাইসেন্স-এর আওতায় টাওয়ার শেয়ারিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সারাদেশে বিস্তৃত বিটিএস এর জন্য কমার্শিয়াল পাওয়ার আরও সহজলভ্য করা ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিটিআরসি হতে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা/কোম্পানি ও মোবাইল অপারেটর-সহ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আইপি আন্তঃসংযোগ চালু এবং আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, নিম্নমানের হ্যান্ডসেট, অননুমোদিত জ্যামার/রেডিয়ো যন্ত্রপাতির ফলে সৃষ্ট ইন্টারফেরেন্স ইত্যাদি কারণে অনেক সময় কলড্রপ ও সেবার নিম্নমান পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, বিকিরণভীতি ও অন্যান্য নানান কারণে কিছু ক্ষেত্রে নতুন টাওয়ার স্থাপনে জন্য জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ি/জমির মালিকদের অনীহা দেখা যায়। অবৈধ ও নিম্নমানের হ্যান্ডসেট, অবৈধ জ্যামার/রেডিয়ো যন্ত্রপাতির জন্মে বিটিআরসি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। বিকিরণভীতি দূর করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম-সহ বিটিআরসি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি কয়েকটি ব্যান্ডে মোবাইল অপারেটররা নতুন তরঙ্গ গ্রহণ করেছে। নতুন তরঙ্গ, টাওয়ার শেয়ারিং এর আওতায় প্রত্যন্ত এলাকায় নতুন সাইট স্থাপন, অপটিক্যাল ফাইবার অবকাঠামোর বিস্তৃতি, ৪জি উপযোগী ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধি-সহ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ ইকোসিস্টেম উন্নতির লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে সেবার মান আরও ভালো হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, মোবাইল নেটওয়ার্কের কোয়ালিটি অব সার্ভিস মানসম্মত পর্যায়ে ধরে রাখতে কমিশন হতে সার্বক্ষণিক মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক প্রযুক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। সকলের সমন্বিত চেষ্টা এবং উদ্যোগের মাধ্যমেই টেলিযোগাযোগ সেক্টরে মান সম্মত সেবা প্রদান সম্ভব মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিকভাবে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুতবর্ধনশীল এই খাতের

উন্নয়নসমূহকে আরও বেশি টেকসই এবং জনবান্ধব হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিটিআরসি-র চলমান অগ্রযাত্রার সফল আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে সাধারণের কাছে উপস্থাপিত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

## ASMS এবং SMMS (TCI)

টেলিযোগাযোগ সেক্টরের ক্রমবর্ধমান বিকাশ এবং সুশৃঙ্খল টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিগত ১লা জুলাই ২০০৩ তারিখে “স্ট্রংডেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি”- শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অবলম্বনে ক্রয় কার্যাবলি সম্পাদনান্তে বিগত ৩০শে মে ২০০৭ তারিখে TCI International, Inc. নামক আমেরিকাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে SMMS (Spectrum Management and Monitoring System)



সিস্টেমটি ক্রয়ের নিমিত্ত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। বিশ্বব্যাপকের মাধ্যমে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় TCI International, Inc. নামক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়া-সহ মোট ০৬ টি ফিল্ড মনিটরিং স্টেশন, ঢাকায় ০১ টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন স্থাপন এবং ০৫ টি মোবাইল মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হয়। মনিটরিং স্টেশনগুলোর মাধ্যমে নির্মিত সিস্টেমটি মূলত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর সমন্বয়ে গঠিত। হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশের মধ্যে রিসিভার এন্টেনা, কেবল, প্রসেসর, সার্ভার, অ্যানালাইসিস টার্মিনাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে মোবাইল মনিটরিং স্টেশন এর যন্ত্রপাতিগুলো বিশেষায়িত Land Rover Defender 110 HT Vehicle এ স্থাপন করা হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে সম্পাদনান্তে তা

কমিশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এই সিস্টেমের যন্ত্রপাতিগুলোর দ্বারা ২০ মেগাহার্টজ থেকে ৩ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়। এ সকল সিস্টেম ব্যবহার করে ২০০৯ সাল ও তৎপরবর্তী সময়গুলোতে সরকারি, বেসরকারি-সহ বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী ও ব্যবহারকারীর অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। বর্তমানে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখার সদস্যগণ নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন সেবাদানকারী অপারেটরের তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করছেন। এর ফলে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা ও তরঙ্গ বরাদ্দকরণ পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হচ্ছে। তাছাড়া, তরঙ্গ পুনর্সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রেও স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবৈধ ট্রান্সমিশন বন্ধ ও অনুমোদিত তরঙ্গে ব্যবহারকারীগণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে। স্থাপিত স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের সাহায্যে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমনঃ- মোবাইল ফোন অপারেটর, এফএম অপারেটর, বিডব্লিউএ অপারেটর, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যার সমাধান-সহ অবৈধ বেতার যন্ত্রপাতি (বৃষ্টিার, জেমার, রিপটার) এর ব্যবহার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।



## একীভূত (Unified) লাইসেন্সিং

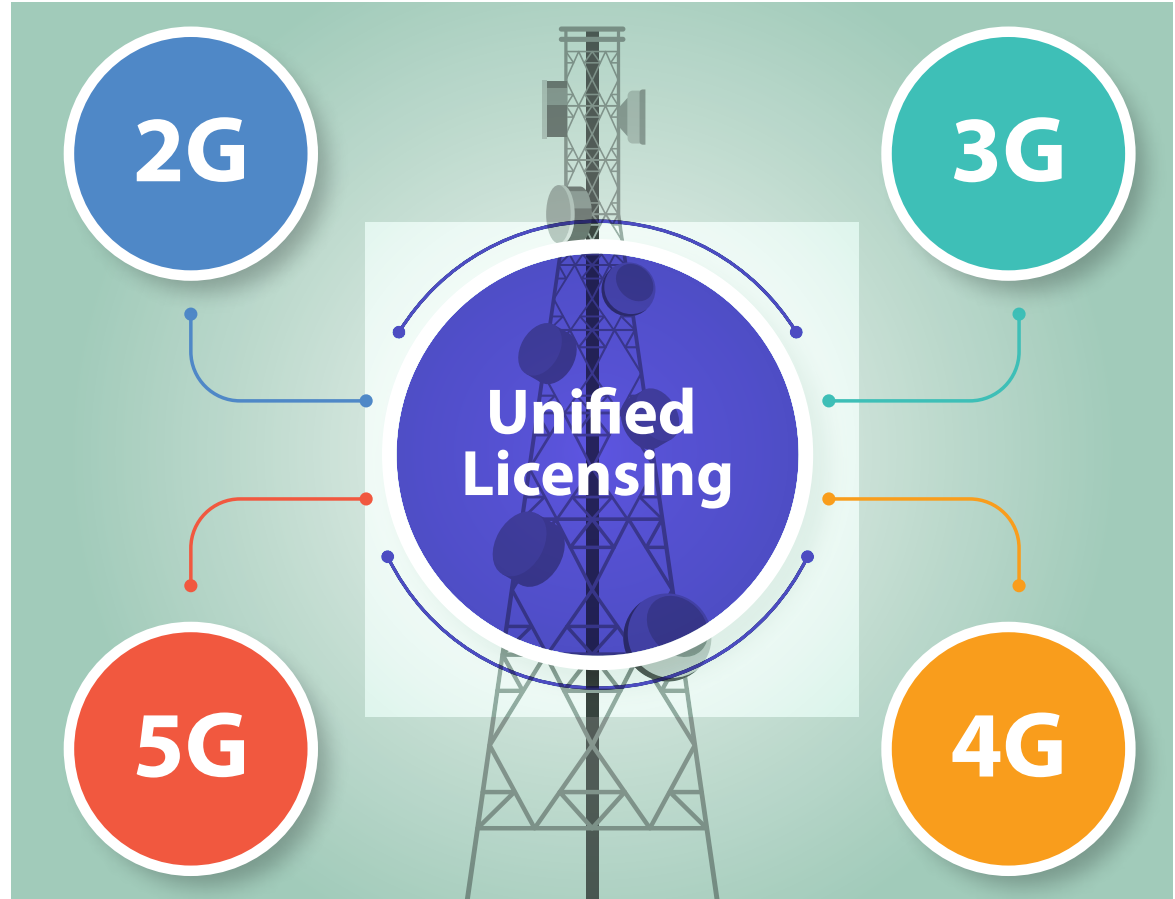
দেশব্যাপী এজি প্রযুক্তি চালুকরণের জন্য বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী “২০২১-২০২৩ সালের মধ্যে ফাইভজি চালু করা হবে” মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিসমূহের ব্যবহারের কারণে প্রধান প্রধান সূচকগুলোতে তথা স্পেকট্রাম,

বর্তমানে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখার সদস্যগণ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সেবাদানকারী অপারেটরের তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করছেন। এর ফলে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা ও তরঙ্গ বরাদ্দকরণ পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হচ্ছে।

কাভারেজ, কোয়ালিটি, ইত্যাদিতে কারিগরিভাবে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যা গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল সেবার মান উন্নয়ন ও মূল্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক ও প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ৫জি তথা মোবাইল ব্রডব্যান্ড, আইওটি এবং অধিক নির্ভরযোগ্য ও নিম্নতর বিলম্বের নেটওয়ার্ক তৈরির ধারণাগুলোর প্রায়োগিক দিকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নানামুখী সেবার বাণিজ্যিক বাস্তবায়নে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছেন যাকে “৪র্থ শিল্পবিপ্লব (4th IR)” হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল বহুদেশ ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ও পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি চালু করেছে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবে সমগ্র বিশ্ব পর্যদুস্ত এবং বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্রমাগত হচ্ছে। তবে, করোনা পরিস্থিতির কারণে মোবাইল নেটওয়ার্কের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এই চাপ মোকাবিলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে 5G সেবা চালুর জন্য ২.৬ গিগাহার্টজ ও ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ড দুটি নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ৪টি মোবাইল ফোন অপারেটরের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তরঙ্গ রয়েছে। বর্তমানে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে 5G সেবা চালুর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, 2G, 3G, 4G/LTE এবং 5G-র জন্য আলাদা আলাদা Licensing গাইডলাইন না করে একটি Unified Licensing



গাইডলাইন-এর খসড়া তৈরির কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, যা কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

